বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬২, সংখ্যা ১১, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৫, নভেম্বর ২০১৮

এ সংখ্যায়

- স্কাউটরা হলো চেঞ্জ মেকার
- স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ২০১৭
- রোভারিং এর শতবর্ষ: সাইকেল র‍্যালী
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- তথ্য প্রযুক্তি
- খেলাধুলা
- বিজ্ঞান বিচিত্রা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬২ ■ সংখ্যা ১১
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৫
নভেম্বর ২০১৮

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোঃ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ উপস্থিত থেকে সভার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। তাঁর মহামূল্যবান বক্তব্যে তিনি 'স্কাউটদের চেঞ্জ মেকার' বলেছেন। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বিশ্বে স্কাউটিং শতাধিক বছর অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশ সমাজ বিনির্মাণে বিশেষত দেশের তরুণ সমাজকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণসহ নানান কর্মসূচি অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। স্কাউটরা আর্দশবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে দেশ ও দশের উপকার সাধন করে থাকে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যথার্থই বলেছেন- স্কাউটরা পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সমাজের একটি অনুঘটক।

বর্তমানে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট দল গঠন করা হচ্ছে। ২০২১ সাল নাগাদ স্কাউট পরিসংখ্যান ২১ লক্ষে উপনীত হবে। এই দৃঢ় প্রত্যয়ে স্কাউট সংগঠন এগিয়ে চলছে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর বক্তব্য প্রকাশিত হলো। ২০১৭ সালের জাতীয় স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, স্কাউটারদের এবং পিএস ও পিআরএসদের অগ্রদূত-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

স্কাউটরা হলো চেঞ্জ মেকার- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট	৩
স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ২০১৭	৬
প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭
রোভারিং এর শতবর্ষ: সাইকেল র‍্যালী	৯
৪র্থ আইসিটি অ্যাডভান্সড কোর্স	১০
জাতীয় পর্যায়ে শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন	১২
৬১তম (জোটা) ও ২২তম (জোটি) অনুষ্ঠিত	১৩
তথ্যপ্রযুক্তি	১৪
চার গোয়েন্দার অভিযান	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : শিক্ষা সফর (ভুটান-দার্জিলিং)	২৫
স্বাস্থ্য কথা, ছড়া-কবিতা	২৬, ২৭
খেলাধুলা	২৮
বিজ্ঞান বিচিত্রা	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
স্কাউট সংবাদ	৩১
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউটরা হলো চেঞ্জ মেকার
-মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট

স্কাউটরা হলো চেঞ্জ মেকার। আমার বিশ্বাস তারা ব্যাডেন পাওয়েলের 'Try and leave this world a little better than you found it' এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিকে স্মরণ করে সমাজ পরিবর্তনে সবসময় অবদান রাখবে। ৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিল এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন ২০১৭ সালে স্কাউট আন্দোলনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সকল স্কাউট নেতৃবৃন্দ স্কাউটের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' ও 'রৌপ্য ইলিশ' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন আমি তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি যেসব স্কাউট 'প্রেসিডেন্ট'স রোভার অ্যাওয়ার্ড' ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে আমি তাদেরকেও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। আমার বিশ্বাস, এ অর্জন দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে স্কাউট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আরও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে। রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউট আন্দোলনের যে সূত্রপাত করেছিলেন তা আজ শতবর্ষ অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শিশু-কিশোর ও যুবদের চরিত্রবান, আত্মপ্রত্যয়ী, দেশপ্রেমিক, সেবাপরায়ণ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ আন্দোলন বিপুল অবদান রেখে যাচ্ছে। আমাদের দেশে শিশু-কিশোর-তরুণ ও যুবদের স্কাউট কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ স্কাউটস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে ৩২তম এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট স্কাউট জাম্বুরী বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। এটা অত্যন্ত আনন্দের। বহির্বিশ্বের স্কাউটদের

মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্মারক সম্মাননা তুলে দেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের স্কাউটরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো অবদান রাখবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বলেন বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ইতোমধ্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে আজ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা'কে আধুনিক বিজ্ঞান এবং তথ্য-প্রযুক্তির ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শিশু-কিশোর ও যুবদের নৈতিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস যাতে স্কাউটরা জানতে পারে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে স্কাউট নেতৃবৃন্দকে সে লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কাউট আন্দোলন আরো বেগবান হোক, দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ুক- এ প্রত্যাশা করি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বলেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষৎ; দেশের মূল চালিকা শক্তি। তাই তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সমাজে স্বার্থপরতা, হিংসা, লোভ ও নৈতিকতার অবক্ষয় শিশু-কিশোরদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও প্রযুক্তির অপব্যবহারও তরুণদের বিপথে পরিচালিত করতে ভূমিকা রাখছে। এতে অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিভা অকালে ঝরে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে তরুণদের মুক্ত রেখে তাদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্কাউট আন্দোলন এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বলেন পরোপকারী ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে একজন স্কাউট সকলের স্নেহ ও ভালোবাসা

অর্জন করতে পারে। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কাউটরা দুর্যোগকালীন দ্রুত সাড়াদান, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করণে অবদান রাখা, জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ রক্ষার মতো বিভিন্ন সমাজ গঠনমূলক কাজে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এ জন্যে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছর ধরে নানা জাতি-ধর্মের মানুষ এই ভূখন্ডে শান্তিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সুমহান ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্কাউটরা হলো চেঞ্জ মেকার। আমার বিশ্বাস তারা ব্যাডেন পাওয়েলের 'Try and leave this world a little better than you found it' এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিকে স্মরণ করে সমাজ পরিবর্তনে সবসময় অবদান রাখবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট আরো বলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সদস্য ১৭ লক্ষ্য, যা জনসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়। স্কাউট সদস্য সংখ্যা ২১ লক্ষে উন্নীত করতে বাংলাদেশ স্কাউটস 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্লান-২০২১' বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনার আলোকে স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্কাউটিং মান বৃদ্ধিতে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। স্কাউটিং এর সুফল সকল পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য পাড়া, মহল্লাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও কমিউনিটিভিত্তিক স্কাউটিং চালু করা একান্ত প্রয়োজন। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমি স্কাউট নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক আহ্বান জানাই। স্কাউটিং একটি চলমান প্রক্রিয়া। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতে স্কাউটিং আন্দোলন বেগবান, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে স্কাউট নেতৃবৃন্দ আরো জোরালো ভূমিকা রাখবেন-এ প্রত্যাশা করি। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ স্কাউটসের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে জাতীয় কাউন্সিলের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট স্কাউটিং কার্যক্রমে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একজন বিদেশীসহ ১৪ জন স্কাউটার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' ও দুইজন বিদেশীসহ ১৮ জন স্কাউটার এর মাঝে বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' বিতরণ করেন। এছাড়াও ২০১৭ সালে সারাদেশের ৫৪৬ জন "প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" অর্জনকারী স্কাউট এবং ১০ জন "প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড" অর্জনকারী রোভার স্কাউট সদস্যদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন । অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, মাননীয় সচিব, উর্ধতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ইউনিট লিডার ও অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী স্কাউটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ২০১৭

স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যাবলী বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠন ও পরিচালনা এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নসহ স্কাউটিংয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ স্কাউটস ইউনিট, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের স্কাউট কর্মকর্তাদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস বিভিন্ন স্তরে সর্বমোট ৮৩৬ জনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের অগ্রদূত এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা:

অ্যাওয়ার্ডের নাম	প্রাপ্ত সংখ্যা
রৌপ্য ব্যাঘ্র	১৪ জন
রৌপ্য ইলিশ	১৮ জন
সভাপতি অ্যাওয়ার্ড	১১ জন
সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড	৪৫ জন
লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড	২১ জন
লং সার্ভিস ডেকোরেশন	৭৫ জন
বার টু দ্যা মেডেল অব মেরিট	৮৯ জন
মেডেল অব মেরিট	১৯৩ জন
ন্যাশনাল সার্টিফিকেট	৩৩৯ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড	৮৪ জন
গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড	০১ জন

এই অ্যাওয়ার্ডগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তন, ফার্মগেট, ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিল এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ বিতরণ করেন।

রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ডীগণ

০১. জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

০২. জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

০৩. জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

০৪. জনাব মো: সোহরাব হোসাইন
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

০৫. সৈয়দ রফিক আহমেদ
জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস

০৬. জনাব আমিমুল এহসান খান
জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্টস-ইন-স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস

০৭. জনাব জামিল আহমেদ
জাতীয় উপ কমিশনার (আইসিটি), বাংলাদেশ স্কাউটস

০৮. Mr. Paul Parkinson (Australia)
Chairman, APR Scout Committee

০৯. জনাব মো: খলিলুর রহমান মন্ডল, এলটি
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

১০. শেখ হায়দার আলী বাবু
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

১১. জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদার
কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল

১২. প্রফেসর ছালেহ্ আহ্মদ পাটোয়ারী
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

১৩. জনাব মো: শাহাবুদ্দিন
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা

১৪. প্রফেসর মো: মনিরুজ্জামান
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ডীগণ

০১. জনাব মোঃ আলমগীর
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

০২. জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি
জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি) ও প্রাক্তন রেক্টর (সচিব), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী

০৩. জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

০৪. প্রফেসর ড. হারুন অর রশিদ
সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল ও উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

০৫. জনাব মোঃ রেজাউল করিম
জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও যুগ্ম-সচিব

০৬. জনাব চন্দন কান্তি দাস
আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল

০৭ Ms. Reiko Suzuki (Japan)
Second Vice-Chairman, APR Scout Committee

০৮ Mr. Jose Rizal C-Pangilinan
Regional Director, World Scout Bureau Asia-Pacific Support Centre

০৯. জনাব এ.বি.এম. চাঁনমিয়া
গ্রুপ সম্পাদক, ঢাকা কলেজিয়েট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, ঢাকা

১০. জনাব আবদুল হক তালুকদার
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, মানিকগঞ্জ জেলা

১১. জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা

১২. জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বরিশাল অঞ্চল

১৩. জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), সিলেট অঞ্চল

১৪. জনাব মোঃ আবদুল মান্নান
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), কুমিল্লা অঞ্চল

১৫. জনাব এ. কে. এম. ফরিদ আহমেদ
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফেনী জেলা

১৬. জনাব এইচ এম ফজলুল কাদের
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

১৭। ড. আরেফিনা বেগম
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), রোভার অঞ্চল

১৮। সৈয়দ শাহজাহান
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল জেলা রোভার

প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউটদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১১১ বছর ধরে সারা বিশ্বে যে স্কাউট আন্দোলন স্কাউটিং-এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় প্রস্ফুটিত হচ্ছে, তারই আলোকিত পথের উৎস হচ্ছে স্কাউটের 'ফান্ডামেন্টাল' বা মৌলিক বিষয়। এ মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে স্কাউট পদ্ধতি যা একেবারেই স্কাউটের নিজস্ব ও ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি। অন্যকোন যুব আন্দোলনে বা সংগঠনে সমন্বিত স্কাউট পদ্ধতির মত কোন পদ্ধতি নেই। আর স্কাউটের পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে Progressive Training এই ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে একজন স্কাউট স্কাউটিং-এ দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে প্যাক মিটিং, ট্রুপ মিটিং ও ক্রু মিটিং বা বিশেষ ক্রু মিটিং-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে প্রোগ্রামের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট বা প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে থাকে। তাই একজন পি.এস ও পি.আর.এস কিশোর ও যৌবনে এ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের মাধ্যমে গৌরব ও সম্মান লাভ করে। তাঁরা অন্য স্কাউট ও রোভারদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে যেখানে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, সেখানেই সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট, ঈগল স্কাউট, কিং স্কাউট ও কুইন স্কাউট হচ্ছে বিভিন্ন দেশে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ডের উদাহরণ।

স্বাধীনতার আগেও স্কাউটিং-এ এদেশে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রচলন ছিল যা কায়েদে আযম স্কাউট "পি.আর.এস" নামে পরিচিত ছিল। আমাদের কয়েকজন সিনিয়র স্কাউট ভাই এ ব্যাজ/অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন।

প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২৮৯১ জন পি.এস এবং ১৫৮ জন পি.আর.এস অর্জনের গৌরব লাভ করেছে। এর মধ্যে যে সকল সিনিয়র ভাই ও বন্ধুরা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আজকের দিনে তাঁদের মাগফিরাত প্রার্থনা করছি। অন্যান্যরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন উপজেলা, জেলা শহরে বা রাজধানীতে অবস্থান করছেন। এ সংখ্যার মধ্যে সর্বোচ্চ ১০% প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্কাউটিং এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন। একটি একক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দপ্তরে ২০-২৫ জন পি.এস ও পি.আর.এস সম্পৃক্ত রয়েছেন। এছাড়াও অঞ্চলে, জেলায়, উপজেলায় ও ইউনিট পর্যায়ে অনেক পি.এস ও পি.আর.এস বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে পি.এস বা পি.আর.এস অর্জনের পর লেখা-পড়া শেষে পেশায় প্রবেশের পর কোন পর্যায়ে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্ত হননি বা হওয়ার সুযোগ পাননি, এমন সংখ্যাই সর্বাধিক। আবার এমন অনেকে আছেন যারা পি.এস অর্জনের পর আর রোভারিং-এ যোগ দেননি তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। তাই, এখন প্রশ্ন জাগে স্কাউটিং-এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড বা যোগ্যতা অর্জন করার পর কেন আমরা রোভারিং-এ যোগ দিতে পারলাম না, আর কেনই বা পরবর্তীতে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্ত হতে পারলামনা।

এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর থাকতে পারে, তবে যে বিষয়টিতে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি তা হচ্ছে আমি একজন পি.এস ও পি.আর.এস হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমার কতটুকু আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল বা আছে, যাতে করে আমি ইউনিট থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে স্কাউটিং-এ কোনভাবে সম্পৃক্ত হতে পারলাম না। "মানুষ আমাকে

অপছন্দ করে, না আমি অন্যদেরকে অপছন্দ করি"-এ বিষয়টি ভাবতে হবে। স্কাউটিং-এ পদমর্যাদাকে যদি খুব বেশী গুরুত্ব না দেই তাহলে হয়ত: যে কোন পর্যায়ে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্ত হয়ে স্কাউটিং-এ

সেবাদান করা খুব বেশী সমস্যার বিষয় হতে পারেনা, এটা আমার বিশ্বাস। স্কাউটিং ও রোভারিং এর মূলমন্ত্র হচ্ছে "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত" আর এ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের জ্ঞান যোগ্যতা ও পেশাগত অবস্থানের বিবেচনায় প্রত্যেক কর্ম ইচ্ছুক পি.এস/পি.আর.এস স্কাউটিং-এ সে যেখানেই সুযোগ পায় বা সুযোগ করে নিতে পারে সেখানেই সে স্কাউটিং-এ সেবা দিতে পারে। পরবর্তীতে তাঁর কর্মদক্ষতায় ও যোগ্যতায় সে উচ্চতর ও সম্মানজনক পদের দায়িত্ব লাভ করতে পারে।

সারা বিশ্বের পি.এস ও পি.আর.এস এর ন্যায় অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের World Scouting এর আওতায় ATAS নামে একটি Informal Structure গত কয়েক বছর যাবত তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। Hangkong এর প্রবীণ ও অভিজ্ঞ স্কাউট লিডার Alexander Wong, মালয়েশিয়ার Eric Ho, বাংলাদেশের হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, World Scout Committee Gi Former Chairman Simon Hang-Bock R.. এর নেতৃত্বে World ATAS এর যাত্রা শুরু হলেও ATAS এর Asia Pacific Rigion এর কর্মকান্ড ও ব্যাপকতা অনেকাংশেই প্রসারিত হয়েছে। বিগত ১৮ই অক্টোবর ফিলিপাইনেই ম্যানিলাতে অনুষ্ঠিত ২৬তম এপিআর কনফারেন্সে World ATAS Gathering এ প্রায় ৩০০জন ATAS এর সদস্য অংগ্রহণ করেন। প্রত্যেক সদস্যই ATAS এর স্কার্ফ সংগ্রহ করেন, যারা ইতিপূর্বে ATAS এর ব্যাজ সংগ্রহ করেননি, তাদেরকে ব্যাজ দেয়া এবং World ATAS এর একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয় কমিটিতে বাংলাদেশের জনাব মোঃ হাবিবুল আলম ও জনাব আমিনুর রহমান অন্তর্ভুক্ত আছেন। এছাড়াও জনাব তৌহিদুল ইসলামকে Bangladesh Chapter এর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। World ATAS এর জন্য আমাদের প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে অধিক হারে পি.এস ও পি.আর.এসদের World ATAS এর সদস্য হওয়া। এর জন্য যা যা করণীয় B-ATAS এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। এছাড়াও B-ATAS পি.এস ও পি.আর. এসদের মধ্যে যারা এখনও বিভিন্ন পর্যায়ে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্ত হয়নি, তাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ে স্কাউটিং-এ সম্পৃক্তকরণে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও সাপোর্ট প্রদান করতে পারে। বিভিন্ন দেশের NSO ও APR- এ বিভিন্ন ATAS অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান এবং ATAS Gathering এর আয়োজন করা যেখানে Oversees ATAS সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এ সকল আয়োজনে বা সহায়তায় আমাদের উদ্যোগ ও সাপোর্ট প্রদানই যথেষ্ট। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, World ATAS কর্মকান্ড বাস্তবায়নে কোন সদস্যকে কোন চাঁদা বা ফি দিতে হয় না। Mr. Simon নিজেই বা নিজ দায়িত্বে অন্যদের সহায়তায় আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। B-ATAS এর ক্ষেত্রে হয়ত এ Practice সম্ভব হবে না, কিন্তু সকল সদস্যদের আন্তরিক সহায়তায় আমাদের B-ATAS কে একটি কার্যকর অনানুষ্ঠানিক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশের স্কাউটিং-কে নেতৃত্ব দেয়া যায়।

এ মূহুর্তে B-ATAS এর জন্য যা করণীয় তা হলো ঃ-

১. পি.এস ও পি.আর.এসবৃন্দ যারা এখনও B-ATAS ও World ATAS এর সদস্য হয়নি, তাঁদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া;

২. ইউনিট থেকে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বে বা কার্যক্রমে প্রত্যেক পি.এস ও পি.আর.এসকে নিজ আগ্রহে সম্পৃক্ত হওয়া। এ ব্যাপারে B-ATAS প্রয়োজনীয় মনিটরিং করতে পারে ;

৩. নিজ গ্রুপ, উপ-জেলা, জেলা ও অঞ্চলে পি.এস ও পি.আর.এসদের ফোরাম গঠন করা যার মূল উদ্দেশ্য হবে স্থানীয়ভাবে স্কাউটিং-এ সহায়তা প্রদান ;

৪. জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে বছরে অন্তত: দুইবার এবং জাতীয় পর্যায়ে অন্তত: একবার পি.এস ও পি.আর.এসদের সম্মিলনের আয়োজন করা ;

৫. নিজ গ্রুপ, উপ-জেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং অধিক হারে পি.এস ও পি.আর.এস তৈরীতে পার্সোনাল সাপোর্ট প্রদান ;

৬. B-ATAS এর সকল সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত ও Online যোগাযোগ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

B-ATAS এর বর্তমান কমিটি বিশেষভাবে B-ATAS এর সভাপতি বাংলাদেশের প্রথম পি.আর.এস ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর বর্তমান সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পি.এস ও পি.আর.এসগণ তাঁদের নিজেদেরকে সম্পৃক্তকরণ ও দায়িত্ব পালনে অধিকতর সুযোগ পাবেন এবং তাঁদের জ্ঞান ও যোগ্যতার আলোয় আলোকিত হয়ে এ দেশের কাব, স্কাউট ও রোভারিং এর উন্নয়ন ঘটবে, এটাই আমাদের আজকের প্রত্যাশা।

আসুন, আমরা সকলে মিলে এ দেশের স্কাউটিং আন্দোলনের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সম্পৃক্ত হই, যাতে করে এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত যুব-বয়সী ছেলে-মেয়েরাও তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে পারে। আর তাতেই রয়েছে, আমাদের সফলতা।

■ লেখক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক)
বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সদস্য, এপিআর স্কাউট কমিটি

রোভারিং এর শতবর্ষঃ সাইকেল র‍্যালী

রোভার স্কাউটিংয়ের শতবর্ষ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী সাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। সাইকেল র‍্যালীটি ১০টি শ্লোগান নিয়ে দেশের সকল জেলা হতে ৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখ শুরু হয়ে ৯ নভেম্বর, ২০১৮ ঢাকা কলেজ মাঠে সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ১০টি শ্লোগান হলো: (১) দুর্যোগে নাই দিনক্ষণ, প্রস্তুত থাকবো সারাক্ষণ, (২) গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান, (৩) শতবর্ষে রোভারিং, সুনাগরিক প্রতিদিন, (৪) ট্রাফিক আইন মেনে চলুন, নিরাপদ সড়ক গড়ুন, (৫) শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, (৬) সবাই মিলে গড়ি দেশ, মাদক মুক্ত বাংলাদেশ, (৭) জ্বলছে আলো চলছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, (৮) দুর্যোগ সহনীয় আবাস গড়ি, নিরাপদে বাস করি, (৯) কুড়ি হলে বুড়ি নয়, বিশের আগে বিয়ে নয়, (১০) ছেলে হোক মেয়ে হোক, ইভটিজিং বন্ধ হোক। র‍্যালীসমূহ বিভিন্ন রুটের মাধ্যমে ঢাকা শহরে প্রবেশ করে প্রাথমিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে জমায়েত হয়ে সেখান থেকে ৯ নভেম্বর, সকাল ০৮:০০টায় ঢাকা শহরের আজিমপুর-পলাশী মোড়-কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার-আব্দুল গণি রোড-প্রেসক্লাব-কদম ফোয়ারা-দোয়েল চত্বর-টিএসসি-নীলক্ষেত প্রদক্ষিণ করে সকাল ১১:০০টায় ঢাকা কলেজ মাঠে সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়। র‍্যালীতে দেশের বিভিন্ন জেলার ৭০০ রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

সাইকেল র‍্যালীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম চৌধুরী, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক), জনাব মোঃ মহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), প্রফেসর মোঃ শামসুল হুদা, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল, প্রফেসর মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লা, অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব এ কে এম সেলিম চৌধুরী, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মীথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল ১৯১৮ সালে ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের জন্য রোভার স্কাউট কার্যক্রম প্রবর্তন করেন। বিশ্বব্যাপী এ আন্দোলন ২০১৮ সালে শতবর্ষ অতিক্রম করছে। এ উপলক্ষে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অন্যান্য জাতীয় সংস্থার ন্যায় বাংলাদেশ স্কাউটস এবং বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল 'শতবর্ষে রোভারিং, সুনাগরিক প্রতিদিন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে কেক কাটার মাধ্যমে শতবর্ষ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস একটি লোগো তৈরি করে ২০১৮ সালের সকল কার্যক্রমে এই লোগো ব্যবহার করছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর সহায়তায় স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনীর শীট, উদ্বোধনী খাম ও ডাটা কার্ড এর অবমুক্তকরণ করা হয়। অবমুক্ত করেন জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। শতবর্ষ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ১৫ আগস্ট ২০১৮ রক্তদান কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৩ থেকে ৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে বাহাদুর রোভার পল্লীতে শতবর্ষ রোভার মুটের আয়োজন করা হয়েছে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

৪র্থ আইসিটি অ্যাডভান্সড কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ৪র্থ আইসিটি অ্যাডভান্সড কোর্স ১৫-২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে গাজীপুরের মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে সারাদেশ থেকে প্রশিক্ষণ টীমের ৩২ জন সদস্য এবং ৮জন প্রশিক্ষকসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের অংশগ্রহণকারীগণকে পাঁচটি উপদলে ভাগ করা হয়। উপদলগুলোর নামকরণ করা হয়, ফেসবুক, টুইটার, গুগুলপ্লাস এবং ইউটিউব নামে। কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ জামিল আহমেদ। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার এএইচএম মুহসিনুল ইসলাম, স্কাউটার খোরশেদ আলম, স্কাউটার মোঃ হামজার রহমান শামীম, স্কাউটার মোঃ শরীফ হোসেন, স্কাউটার মোঃ সাইদুর রহমান ভুঁইয়া, স্কাউটার আবদুল্লাহ আল জাবের এবং স্কাউটার কিংসলে গমেজ। কোর্সের উদ্দেশ্য স্কাউটের সকল প্রশিক্ষককে আইসিটি জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা। কোর্স পরিদর্শন করেন দুর্নীতি কমিশনের সম্মানিত কমিশনার ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো: মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মেজবাহ উদ্দিন ভূইয়া মুরাদ, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমুল হক নাজু, জাতীয় কমিশনার(প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, জাতীয় উপ কমিশনার(অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস) জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: রুহুল আমিন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল জলিল, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ শামীমুল ইসলাম, উপ পরিচালক এএইচএম মহসিন। প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় মতবিনিময়কালে সকল অংশগ্রহণকারীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আইসিটি জ্ঞানে সম্মৃদ্ধ হতে আহবান জানান। ভবিষ্যতে আইসিটি জ্ঞান ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব হবে না বলে তিনি মত দেন।

৬দিনের কোর্সে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল, ফটোশপ, ভিডিও এডিটিং, ইমেইল ব্যবহার, ওয়াইফাই ও ইন্টারনেট ব্যবহার, ব্রাউজার ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ পদ্ধতি, অনলাইন সিকিউরিটি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

৩৭৯তম স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ১৫-২০ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৩৭৯তম স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ আক্তারুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চল। কোর্স বাস্তবায়নে কোর্স লিডারকে সহায়তা করেন স্কাউটার মোঃ আবু তাহের মিয়া, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা, স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া, সহকারী শিক্ষক (অবঃ), সিটি কলেজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ, স্কাউটার মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, টাঙ্গাইল জেলা, স্কাউটার বিপ্লব কেতন চ্যাটার্জী, সহকারী শিক্ষক, সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, সুনামগঞ্জ, স্কাউটার মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ১ম-১২তলা সরকারি অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, স্কাউটার সুকুমার বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক, রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী, স্কাউটার মাহবুবা ইয়াছমিন, সহকারী শিক্ষক, ধোপাকান্দি আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালপুর, টাঙ্গাইল, স্কাউটার মোঃ সৈকত হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জোন। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় কোর্সটি পরিদর্শন করেন। এছাড়া জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কোর্সটি পরিদর্শন করেন।

১১০তম স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ২১-২৪ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ১১০তম স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সে এ.এইচ. এম মুহসিনুল ইসলাম, পরিচালক, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর, স্কাউটার কাজী আমিরুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা রেলওয়ে জেলা, স্কাউটার এ.এইচ.এম. মহসিন, উপ পরিচালক, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর, স্কাউটার এস.এম. জাহির উল আলম, সহকারী পরিচালক (হিসাব-১), বাংলাদেশ স্কাউটস, স্কাউটার কমল কান্তি গোপ, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভার, স্কাউটার মোঃ হাবিবুর রহমান, নৌ স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা জেলা নৌ, স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া, সহকারী শিক্ষক (অবঃ), সিটি কলেজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ, স্কাউটার মোল্লা মোঃ জহিরুল ইসলাম নাসিম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, মাদারীপুর জেলা রোভার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ ইকবাল হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় পর্যায়ে শাপলা কাব ও পিএস অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন

স্কাউট আন্দোলনের কাংক্ষিত লক্ষ্য হল শিশু, কিশোর ও যুবদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বয়স ভেদে চাহিদা অনুযায়ী আনন্দমুখর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুমোদিত ব্যাজ এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন কাব স্কাউট এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী , বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সনদপত্রসহ অনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্কাউট বয়সীদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট বা পিএস অ্যাওয়ার্ড। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর সম্বলিতএকটি সনদপত্রসহ অনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। রোভার স্কাউট বয়সীদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট বা পিআরএস অ্যাওয়ার্ড। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার এর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সনদপত্রসহ অনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। যে কারণে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে স্কাউটরা হয়ে থাকে ব্যাকুল।

শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয়ভাবে ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে সারাদেশের ৮৬টি কেন্দ্রে একযোগে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এর লিখিত ও সাঁতার মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। চলতি বছর ৩৪০৫ স্কাউট প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এবং ২৯৫২ জন কাব স্কাউট শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এই মূল্যায়নে উত্তীর্ণদের পরবর্তীতে কাব স্কাউটদের জন্য ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং স্কাউটদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হবে মূল্যায়ন ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে তাদের অর্জিত দক্ষতা, পারদর্শিতা, ব্যবহারিক এবং ব্যক্তিগত স্বাক্ষাতকার মূল্যায়নের করা হবে। আবাসিক এই ক্যাম্পে তাঁবু বাসের পাশাপাশি স্কাউটরা তাদের অর্জিত জ্ঞান, নৈপুন্য ও ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করতে সামর্থ্য হলে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

৬১তম (জোটা) ও ২২তম (জোটি) অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বামদিকে ২য় স্থানে উপবিষ্ট জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ

বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এর পরিচালনায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গত ২০-২১ অক্টোবর ২০১৮ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মোট ১৬৯টি দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় ৬১তম জাম্বুরী অন দি এয়ার (জোটা) এবং ২২তম জাম্বুরী অন দি ইন্টারনেট (জোটি)। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে ১৬৯টি দেশের স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনা ৬১তম জোটা ও ২২তম জোটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা, জেলা রোভার ও উপজেলা স্কাউটস এ একযোগে ৬১তম জোটা (জাম্বুরী অন দ্য এয়ার) এবং জাতীয় সদর দফতরসহ ১৬টি স্থানে ২২তম জোটি (জাম্বুরী অন দ্য ইন্টারনেট) অনুষ্ঠিত হয়। জোটা ও জোটির সিডিউল মোতাবেক দুই দিনে চারটি শিফটে দেশব্যাপী বিশ হাজার স্কাউট ও রোভার স্কাউট সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা রয়েছে এমন স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা নিজ নিজ বাসায় বসে অন লাইনে জোটিতে অংশগ্রহণ করে।

২০ অক্টোবর ২০১৮ জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ৬১তম জোটা ও ২২তম জোটি এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন, এলটি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) মীর্জা আলী আশরাফ। জাতীয় সদর দফতরে ১ম দিনে দুই শিফটে ২৮০ জন এবং ২য় দিনে দুই শিফটে ১০০ জন স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। জাতীয় সদর দফতরের পাশাপাশি ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, সামছুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, কদমতলী স্কুল, সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, বি,এন স্কুল এন্ড কলেজসহ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, চট্টগ্রাম মেট্রো:, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মুন্সীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, লক্ষীপুর ও খুলনায় অ্যামেচার রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হয়। অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে স্কাউট/রোভার স্কাউটবৃন্দ দেশ ও দেশের বাইরের স্কাউটদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ লাভ করে। জাম্বুরী অন দ্যা এয়ার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সার্বিকভাবে সহায়তা করে অ্যামেচার রেডিও সোসাইট অব বাংলাদেশ এর সদস্যবৃন্দ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর ২০১৮ জেলা ভিত্তিক স্টেশন অপারেটরদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রি-জাম্বুরী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মো: মাহফুজুর রহমান, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) ও সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় জনাব মো: মোফাজ্জেল হোসেন। জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস ডা: মোহাম্মদ শাহরিয়ার রহমান ওরিয়েন্টেশন এর সার্বিক তত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

■ খবর প্রেরক: গাজী খালেদ মাহমুদ
সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ফেসবুক প্রোফাইল গোপন রাখবেন যেভাবে

প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে ফেসবুক। তবে এখানে অনেক ব্যবহারকারীই আছেন যারা চান নিজের বন্ধু ও পরিচিত কাছের মানুষ ছাড়া কেউ যেন তার ফেসবুক প্রোফাইলটাই খুঁজে না পায়।

হ্যাঁ, আপনি চাইলেই আপনার অ্যাকাউন্টে এমনভাবে অপশন সেট করে রাখতে পারবেন, যাতে আপনার বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ খুঁজে পাবেন না আপনাকে। এমনকি ইমেল-আইডি দিয়ে খুঁজলেও নয়।

ধাপ-১: প্রথমেই আপনার ফেসবুক প্রোফাইল ওপেন করে একদম ওপরে ডানদিকে যে অ্যারো (arrow) চিহ্নটি রয়েছে, সেটিতে ক্লিক করতে হবে।

ধাপ-২: এরপর স্ক্রিনের বা-দিকে প্রাইভেসি অপশনে ক্লিক করতে হবে।

ধাপ-৩: সেখানে 'Who can contact me' লেখাটি দেখতে পাওয়া যাবে। এই লেখাটির ডানদিকে এডিট অপশনটি থাকবে। এরপর সেখানে ক্লিক করতে হবে এবং 'Everyone' এর বদলে 'Friends of friends' অপশনটি রাখতে হবে। এরফলে আপনার ফ্রেন্ডলিস্টের বন্ধুদের যারা কমন ফ্রেন্ড, তারাই শুধুমাত্র আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবে।

ধাপ-৪: এর ঠিক নিচেই অপশন আছে, 'Who Can Look You Up, Using the Email Address You Provided'। এই অপশনটিতে ক্লিক করে ডানদিকে এডিট অপশনে যেতে হবে। এখানেও 'Everyone' এর বদলে 'Friends of friends' অথবা 'Friends' অপশনটি রাখতে হবে।

ধাপ-৫: একইরকমভাবে 'Who Can Look You Up Using the Phone Number You Provided' অপশনটিও এডিট করতে হবে।

ধাপ-৬: ওপরের সমস্ত অপশনগুলো ঠিকমতো সিলেক্ট হয়ে গেলে একটি বক্স আসবে, যাতে লেখা থাকবে, 'Do You Want Search Engines Outside of Facebook to Link to Your Profile'। এই অপশনটিতে ক্লিক করে তা বন্ধ করে দিন।

এখন আপনার ফেসবুক প্রোফাইলটি অচেনা কারোর পক্ষে খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ হবে না।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

চার গোয়েন্দার অভিযান

আজ সকাল থেকে আকাশের মনটা কেন জানি খুব খারাপ। কিছু করতে তার ভালো লাগছে না। এমন সময় মোবাইলে কল আসে ও প্রান্ত থেকে আকাশের মামাতো ভাই বলে,"ছোট খালু কিডন্যাপ হয়েছে"।

কথাটা যেন আকাশের মাথায় বিদ্যুৎ এর মত খেলে গেল। আকাশের খালু একজন ফরেস্ট অফিসার, হয়তো তার কোনো শত্রু পক্ষ কিডন্যাপ করেছে। আকাশ তার মাকে খবরটা জানায়। তখনই আকাশের মা তাকে নিয়ে বোনের বাড়িতে চলে আসে। তখনও জোহরের আযান দেয়নি। বাড়িতে পাড়া দিয়েই শোনা গেল কান্নার আওয়াজ। আকাশের মা ছুটে গেল বোনের কাছে।

আকাশ এখন একটি ছোট রুমের ভিতর। আকাশের খালাতো ভাই-বোন মোটে দুইজন। বড় মেয়ের নাম আইরিন আর ছোট ছেলের নাম আবীর। বড় মেয়ে আইরিন পরে ৭ম শ্রেনিতে আর ছোট ছেলে পড়ে ৬ষ্ঠ শ্রেনিতে। তারাও আছে এই রুমে। সাথে আছে আকাশের মামাতো ভাই আরিফ। সেও আবীরের সাথে ৬ষ্ঠ শ্রেনিতে পড়ে। আরিফদের বাসা আবীরদের বাসার কাছে হওয়ায় সে আগেই চলে এসেছে এই বাড়ীতে। আর আকাশ যেহেতু ৮ম শ্রেনিতে পড়ে সেহেতু সে সবার বড়। আইরিশ এর চোখ মুখ ফোলা, আবীরেরও বোঝা যাচ্ছে ওরা খুব কেঁদেছে।

নিরবতা ভেঙ্গে আকাশ বলে আচ্ছা ঘটনাটা কিভাবে হলো? আবীর বলে- আমি, আপু আর আব্বু সকালে মর্নিং ওয়াক করতে যাই। যাওয়ার সময় দেখি একটা গাড়ি রাস্তার উপর দাড়িয়ে ছিল । আসার সময়ও দূর থেকে সেখানেই গাড়িটা দেখতে পাই। আমরা যখন গাড়ির কাছে যাই তখন দুটি লোক আব্বুকে ডাকে। বলে- 'স্যার একটু এদিক আসবেন'? আব্বু যেইনা গাড়ির কাছে যায় কখন তখনই তারা আব্বুকে ধরে গাড়ীতে ওঠিয়ে ফেলে। আমরা কাছে যাওয়ার আগেই তারা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আব্বুকে নিয়ে যায়। এই বলে আবীর কাঁদতে থাকে। আকাশ আবার বলে পুলিশ এসেছিল?

আরীফ বলে এসেছিল। তারা ওই জায়গাটা সার্চ করে কিছু পায়নি। আর ওই জায়গা সোজা জঙ্গলে গিয়েই শেষ। পুলিশ ওই জঙ্গল পুরোটা তন্ন তন্ন করে খুজেও ফুফার কোণ হদিছ পায়নি। আকাশ বলে আমরা যদি ওই জঙ্গল অভিযান করে খালুকে বের করে আনি তাহলে কেমন হয়? আইরিন বলে, কিভাবে? আকাশ বলে – কিন্তু আমাদের কাছে তো কোন সূত্র নেই। আকাশ বলে সূত্র মিলতে কতক্ষণ। যেহেতু লোক দুটো অনেক্ষণ ওখানে দাড়িয়েছিল, সেহেতু কিছুনা কিছু সূত্র অবশ্যই রেখে গেছে। কিন্তু পুলিশ তো খুজে গেছে, কিছুই তো পায়নি। উত্তর করে আবীর আকাশ বলে খুজে দেখলে তো দোষ নেই। পেলে পেতেও তো পাড়ি।

সবাই সেই জায়গায় যায় সেখানে গাড়িটি দাড়িয়ে ছিল। তারা চার জন তন্ন তন্ন করে খুজছে যেন এক ইঞ্চি পরিমান জায়গাও বাদ না পড়ে। আবীর প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তবুও সে খুজছে যদি পেয়ে যায়। আরীফ এর ধৈর্যের চুড়ান্ত সীমায় পৌছে গেছে। সে বলছে না আকাশ ভাইয়া পাওয়া যাবে না বলে থেমে যায়। কারণ তার চোখ গিয়ে ততক্ষণে এক, ঝোপের মাঝে গিয়ে ঠেকে। একক্ষণ খুজে একটা কাগজও পায়নি। কিন্তু ওইখানে ওটা কি? ও তোলে দেখে একটা শক্ত কাগজ অর্থাৎ অপসেট কাগজ। কেউ হয়তো দুমরে মোচরে ফেলে গেছে। সে এটা খোলে দেখে কিছু চতুর্ভূজ একটা সরু রাস্তা। আবার চতুর্ভূজ। কিছু বুঝতে পারে না। সে আকাশকে ডাকে ভাইয়া এটা কি? আকাশ কাছে আসে কাগজটা মেলে ধরে কাগজের এক প্রান্তে চার কোণা আকৃতি চতুর্ভূজ। মাঝখানে 'মমমমমম' সংকেত। তার সামনে রাস্তার মত। কিছু সামনে একটি ত্রিভূজ, তার মাঝে 'কে' তারপর সোজা চলে যেয়ে আবার চতুর্ভূজ তার মাছে 'এফ' কিন্তু ওই চতুর্ভূজের ভিতর আরও একটা চতুর্ভূজ আছে সেটাতো কোন সংকেত নেই। শুধু দুটো টিক চিহ্ন দেয়া। আবীর বলে আমি এর আগা মাথা কিছুই বুঝছিনা। আকাশ বলে দাড়াও, এই চতুর্ভূজের মধ্যে 'পি' দেয়া। এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে তোমাদের বাড়ী। আর যেহেতু তোমাদের আব্বু ফরেস্ট অফিসার তাই সংকেত 'এফ ও .ও/' আরীফ বলে তাহলে ওই ত্রিভূজটা কি? আকাশ বলে ওই জায়গা থেকে খালুকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তাই 'কে' দ্বারা সংকেত করা হয়েছে। আর এই রাস্তাটা সোজা বনে গেছে। বন ইংরেজী ফরেস্ট। তাই 'ফ' দ্বারা সংকেত করা হয়েছে। কিন্তু বনের শুরুতে চতুর্ভূজটা কি? প্রশ্ন করে আইরিন। সম্ভবত এইখানেই আটকে রাখা হয়েছে খালুকে। সাথে সাথে আবীর বলে পুলিশতো পুরো জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিছুই পায়নি। আকাশ বলে এমনও তো হতে পারে এটা তার গুপ্ত পথ। যা পুলিশের চোখে পড়েনি। তাহলে হাতাশার চোখে মুখ খোলে আবীর। আকাশ বলে তাহলে আরকি যেহেতু আমরা যাব সূত্র পেয়েছি সেহেতু এগুতে থাকি। আমরা যাব ওই বনে। তখনই প্রশ্ন করে আবীর কখন? আকাশ বলে মাগরিবের নামযের পর পর। সবাই বলে ঠিক আছে।

নামাযের পর ওরা চারজন তৈরি হয়। সবাই কালে কেডস, কালো জিন্স প্যান্টও জেকেট। মাথঅয় একটি করে টুপি , ওরা চারজন হাটছে সেই পথ ধরে। যে পথে আইরিনের বাবাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তারা সাথে লাইটও এনেছে তাই পথ চলতে সমস্যা হচ্ছে না। বাড়ীতে অবশ্য বলেছে বাহির থেকে একটু ঘুরে আসি। কেউ কিছু বলেনি। ওরা সবাই বনের কাছে এসে থামল। এখন কি করবে? আকাশ, বলে চলেঅ এবার ভিতরে যাই। ঘন অন্ধকারে লাইট হওয়াতে খুবই সুবিধা হচ্ছে। এমন সময় পিছন থেকে গাড়ির আওয়াজ। আকাশ সবাইকে বলে রাস্তার পাশে শুয়ে পড়। কালো পোষাক হওয়াতে ওদের ওরা দেখেনি্ আইরিন বলে ভাইয়া এটাতো সেই গাড়ি। কিন্তু কই গাড়ি! এতো বড়ো গাড়িটা গেল কোথায়? সবাই যেন স্বপ্ন দেখলো। এতো বড়ো গাড়িটা বনের ভিতর ঢুকেই উধাও। বলে আবীর। ঢোকার পর পাকা রাস্তাটা শেষ। তারপরই মাটির রাস্তা। আকাশ ভাবলো যেহেতু একটা গাড়ি আসা যাওয়া করে সেহেতু গাড়ির চাকার দাগতো অবশ্যই থাকবে। পেয়েও গেল। সে সবাইকে নিয়ে দাগটা অনুসরণ করে। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঝোপের কাছে যেয়ে দাগটা শেষ। ওরা বুঝতে পারল এখানেই কিছু আছে। ঝোপটা এমন যে এটাকে কেউ সন্দেহ করার মত নয়। আবীর কি মনে করে যেন দাগটার উপর পা রাখে। সাথে সাথে ঝোপ সরে মাটির ভিতর একটি পথ তৈরি হয়। আবীর বলে আকাশ ভাইয়া এই তাদের গুপ্ত পথ। তারা তখন বুঝলো এই গুপ্ত পথই গাড়িটাকে গায়েব করেছে। তারা নিঃশব্দে ঢুকে পরে। আইরিন বলে এখন করবো কিভাবে? আকাশ তখন আবীরকে আরেকটি দাগে পাড়া দিতে বলে। আবীর সাথে সাথে আরেকটি দাগে পাড়া দেয়। সাথে সাথে পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারা বলে এ কারনেই পুলিশ খুঁজে পায়নি। কারন তারা আস্তানা করেছে জঙ্গলের নিচে। আকাশ বলে এখন কথা কম, সামনে চল, তারা আকাশের পিছন পিছন সামনে চলে। সামনেই তারা গাড়িটাকে দেখে। এমন সময় তারা গেঙ্গানির শব্দ শোনে। তারা একটু সামনে যেয়ে ছোট ঘরের মত দেখতে পায়। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। ঘরটা অনেক পুরানো বলেই মনে হচ্ছে। আরিফ বলে তাহলে কোন না কোন ফাক থাকবেই। তারা ঘরটার পিছনে এসে একটি না কয়েকটি ছিদ্র দেখতে পায়। ওরা ফাক দিয়ে যা দেখে তা দেখে শরীর শিউরে যাওয়ার মত অবস্থা। তারা দেখে আকাশের খালুর হাত দুটো দুই দিকে বাঁধা। কপালে রক্ত জমাট বেধে আছে। মুখের উপরও কিছু জায়াগায় রক্ত লেপটে, শুকিয়ে আছে, ঘরের ভিতর আছে গুন্ডা মার্কা চেহারার তিনজন। বস টাইপের লোকটা বলে শালা কৈ মাছের প্রাণ। এত মাইর মারতাছি তবুও মরে না। লোকটা আইরিনের আব্বুকে বলে– শোন আমার উপর অর্ডার এসেছে তোকে মেরে ফেলার। তবে বস খুব দয়ালু তাই তিনি আবার জিজ্ঞেস করেছে তুই আমাদের দলে আসবি কিনা। শেষ বারের মত বলছি এসে পর, ভালো হবে। মাসে কি মাইনে পাস তারও চারগুণ পাবি। কাজ শুধু একটাই আমাদের সকল কাজে সাহায্য করবি। বাধা দিবি না। কিহ আসবি না মরবি? আইরিনের আব্বু খুব সৎ। তিনি তাদের বলে তোদের টাকার আর তোদের উপর থু থু ...কি করব টাকা দিয়ে। আরাম আয়েশ এর বেশি কি? কিন্তু মরনের পর খোদার কাছে কি জবাব দেব। আমার দেশের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছে আমি দেশের সাথে বেঈমানি করতে পারব না। আমি আসবোনা তোদের দলে। মরেও গেলও না। পিছন থেকে একটা লোক আইরিনের বাবার কপালে আগের আঘাতের জায়গায় আঘাত করে। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়। বস টাইপের লোকটা বলে তা হলে মর বলে পিস্তল নেয় হাতে। আইরিনের আব্বুর কপাল বরাবর ধরে। ট্রিগান টিপ দেবে এমন সময় তার মোবাইলে কল আসে সে মোবাইলে কথা মোবাইল বন্ধ করে। এবার আইরিনের আব্বুকে বলে ..... হায়াত আরও দেড় ঘন্টা বাড়লো। বস বলেছে তিনি তোকে নিজের হাতে মারবে। বস এর আসতে দেড় ঘন্টা দেরি হবে। এই ফাকে চল রাতের খাবারটা সেরে আসি। এই বলে সবাই বেরিয়ে যায়। গাড়িতে সবাই উঠে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। আকাশ বলে আমাদের সাবধানে যেতে হবে। মনে হয় কাউকে পাহাড়ায় রেখে গেছে। কিন্তু তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। তাই তাদের বেগ পেতে হয়নি। তারা ঘরে সামনে দেখে তালা মারা, তারা এখন হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। এমন সময় আকাশ বলে যেহেতু ঘর পুরানো সেহেতু দরজা হয়তো হুক সিস্টেম। তখন তারা দরজার কাছে যেয়ে দেখে হুক সিস্টেম। আকাশ দরজাটা একটি আলগি দিতেই দরজার পাশটা খুলে যায়। দরজায় শব্দ হওয়াতে আকাশের খালু চোখ মেলে ওদের দেখে তিনিতো একেবারেই অবাক। তিনি বলেন তোরা!! ওরা আবার আসবে। আকাশ বলে দেড় ঘন্টা দেরি । একথা শেষ হওয়ার আগেই আইরির ও আবীর তাদের বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আকাশ ধমক দিয়ে বলে তোরাকি কাঁদবি নাকি খালুকে নামাবো। আকাশেল ধমক শোনে ওরা থেমে যায়। আকাশ তার খালুর দু-হাতের দড়ি খুলে নামায়। সাথে সাথে তিনি বসে পড়ে। আকাশ বলে খালু এখন বসলে দেরি হয়ে যাবে একটু কষ্ট করের। আকাশের খালুও জোড় করে উঠে দাঁড়ায়। তারা ওনাকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন সকাল বেলা আকাশের খালু হাসপাতালে তার বেডের পাশে সবাই। ঢাকার পুলিশ হেড অফিস থেকে বড় অফিসার এসেছিল। আকাশের খালুকে দেখার জন্য। ওইদিন রাত্রে পুলিশ গিয়ে সবাইকে গ্রেফতার করে। সকাল থেকে বহু সাংবাদিক আসে ওদের ছবি তুলে নেই। সাক্ষাৎকার নেয়। এখন অবশ্য সেরকম ঝামেলা নেই। সরকার পক্ষ থেকে চিঠি আসে আকাশের খালুর কাছে সততার কারনে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তবে সেই পুরস্কার থেকে ওরা চারজনও বাদ পরবে না। আকাশের খালু তাদের চারজনকে বলে তোরা যে এত রাত্রে আমাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলি তোদের ভয় করেনি। আইরিন বলে ভয় করবে কেন? আমরাতো চারজন, মিলে গিয়েছিলাম। আর সাথে তো আকাশ ভাইয়া ছিল। ভয় পাব কেন? এমন সময় আকাশের খালা আসে বলে শোন চার গোয়েন্দা তোমাদের জন্য নুডুলস বানিয়ে এনেছি খেতে আস। আকাশও বলে চল আমর দল আমরা এবার নুডুলস শেষ করার অভিযানে যাই। বলে ওরা খেতে চলে যায়।

■ লেখক: মো: কৌসিকুর রহমান

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে করমর্দন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক

মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে যাচ্ছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্সিল সভার মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে যাচ্ছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে কাউন্সিল এর শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

কাউন্সিল সভায় বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন মাননীয় সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (অ্যাডাল্টস-ইন-স্কাউটিং)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (আইসিটি)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র গ্রহণ করছেন সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর সাথে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ গ্রহণ করছেন মাননীয় সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ গ্রহণ করছেন জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস)

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ গ্রহণ করছেন উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ গ্রহণ করছেন জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন)

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ গ্রহণ করছেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), রোভার অঞ্চল

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন রোভার স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর সাথে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর সাথে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোভারগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন গার্ল-ইন-স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন নৌ স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন গার্ল-ইন-স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন গার্ল-ইন-স্কাউট

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন একজন এয়ার স্কাউট

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

কাউন্সিল সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি, সহ-সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও নির্বাহী পরিচালক

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর কাউন্সিলরদের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ফায়েল খায়ের কর্তৃক নির্মিত ন্যাশনাল স্কাউট ট্রেনিং সেন্টার কাম সাইক্লোন সেন্টারের হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

৪র্থ জাতীয় আইসিটি অ্যাডভান্সড কোর্সে প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ অন্যান্য জাতীয় কমিশনার, কোর্স পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক

মুক্ত স্কাউট গ্রুপ উন্নয়ন বিষয়ক কনফারেন্সে উপস্থিত জাতীয় কমিশনার, নির্বাহী পরিচালক ও জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ

জামালপুরে অনুষ্ঠিত গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

রোভারিং এর শতবর্ষ সাইকেল র‍্যালীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার

কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ার্কশপে রিসোর্স পারসন ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ভ্রমণ কাহিনী

শিক্ষা সফর ভুটান-দার্জিলিং

২২ এপ্রিল ২০১৮ সকাল ৭.৩০ টায় হোটেল গারদা-ইন-এ সকলের উপস্থিতিতে প্রার্থনা সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পাঠান্তে দিবসের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনায় প্রফেসর মনিরুজ্জামান স্যার ও তৌহিদ ভাই অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করে "পুনাখা" দর্শনে যাত্রা করি। মিঃ টাসি ওয়ানচুক, স্কাউট কিনলে ডোবা ও ফুরপা ওয়াংমো আমাদের সফরসঙ্গী ছিল। হংসু চেকপোষ্টে আমাদের ভ্রমণে রোড পারমিট না থাকায় যাত্রা বিরতি ঘটে, তবে রোড পারমিট সম্পর্কে আমাদের কোন ধারনাই ছিলনা। মিঃ টাসি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে অনুমতি নিয়ে পূণঃ যাত্রা আরম্ভ করে রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনুষ্ঠান উপভোগ এবং ভুটানের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সাথে ফটোসেশন শেষে পুনাখা উপস্থিতি পুনাখার হোটেল অংডিউতে দুপুরের খাবার খেয়ে আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক ভবন দর্শন করে ভুটানের উল্লেখযোগ্য নদী "পাচু" ও "মচু" নদীর সংযোগস্থল প্রানাংচুর প্রবাহ অবলোকন করি। অপরাহ্ন ৫.৩০ টায় দোচালা এ বৌদ্ধ বিহার ও টেম্পল দর্শন শেষে সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় হোটেল গারদা-ইন-এ উপস্থিতি রাতের খাবার শেষে দিবসের কার্যক্রম মূল্যায়ণ আলোচনায় ডেপুটি টিম লিডার প্রফেসর মনিরুজ্জামান স্যার খুটিনাটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাফল্যজনক ভ্রমণে দিবসটি অতিবাহিত হওয়ায় আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপণ করে টিম লিডার সমাপ্তি ঘোষণা করে।

২৩ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ যথানিয়মে হোটেল গারদা-ইন এ নাস্তা, প্রার্থনা সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পাঠান্তে দিবসের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন প্রফেসর মনিরুজ্জামান স্যার ও তৌহিদ ভাই। আমাদের গাইড টাসি ওয়ানচুক স্কাউট ফুরপা ও কিনলে সহ যাত্রা আরম্ভ করি। থিম্পু শহরে শিশুপার্ক ও থাই টেম্পল পরিদর্শণ শেষে ক্যাফেটারিয়া হেইসিতে ভুটান স্কাউটসের প্রশিক্ষণ কমিশনার Mr. Pema Wangchuk এর সাথে চা-চক্রে মিলিত হই। ইতিমধ্যে টাসি ওয়ানচুক বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন।

আমরা দূতাবাসে উপস্থিত হলে কাউন্সিলর নবাব বিন আহমেদসহ অন্যান্যরা টিমকে স্বাগত ও শুভকামনা করে কনফারেন্স হলে বসতে দেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই এ্যামবাসেডর জনাব জিষ্ণু রায় চৌধুরী আমাদের সাথে মতবিনিময়ে মিলিত হয়ে ১ম দিকে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও পরে আন্তরিকভাবে ভুটান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন এবং আমরা সবাই ফটোসেশনে মিলিত হই। দূতাবাসের উষ্ণ আতিথেয়তায় আমরা বিমুগ্ধ। মাননীয় রাষ্ট্রদুতকে আমরা বাংলাদেশ স্কাউটসের টাই ও কোর্ট পিন উপহার দেই। তিনি টিম লিডারকেও একটি মগ ও ম্যাগাজিন উপহার দেন। সবচাইতে বেশী অভিভুত হয়েছি ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে আমাদের লাল সবুজ পতাকা হেমকুট হৈমশিরে উড্ডীন থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার বিজয় ঘোষনা করছে।

দুতাবাস থেকে বিদায় নিয়ে ভুটান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের ক্যাফেটারিয়ার হলে ভুটান স্কাউটসের চীফ কমিশনার Mr. Goling Tshering, আন্তর্জাতিক কমিশনার Mr. Karma Tengin, ট্রেনিং কমিশনার Mr. Pema Wangchuk, প্রোগ্রাম কমিশনার Mr. Karma Wangchuk এর সাথে ভুটান স্কাউটসের প্রোগ্রাম ও ট্রেনিং সংক্রান্ত আলোচনায় বাংলাদেশে স্কাউটিং ও ট্রেনিং কার্যক্রম অধিক সমৃদ্ধ বলে মন্তব্য করেন। ভুটান স্কাউটস এখনও ট্রেনিং কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারেন নাই। বাংলাদেশ স্কাউটসের মৌচাক ট্রেনিং সেন্টার একটি উন্নত ও মনমুগ্ধকর জায়গা বলে ভুয়সী প্রশংসা করেন। আমাদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডেপুটি টিম লিডার জনাব মনিরুজ্জামান স্যার, জনাব তৌহিদ উদ্দিন আহমেদও জনাব আহসানুল মোজাক্কির ভাই। আমার বক্তব্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভুটানের সহায়তা ও স্বীকৃতির কথা ব্যক্ত করি এবং আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় জানতে পেরে তাঁরা আমাকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রত্যেককে বাংলাদেশ স্কাউটসের টাই, কোর্টপিন, চাবির রিং ও ক্রেষ্ট প্রদান করি। আমাদের টিমের সকল সদস্যকে তাঁদের জাতীয় স্কার্ফ ও মগ উপহার প্রদান শেষে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হই।

অপরাহ্নে টকিন এনিমেল পার্ক ও বুধা মহাবিহার দর্শন শেষে হোটেল গারদা-ইন এ প্রত্যাবর্তন। দিবসের মূল্যায়ণ ও রাতের খাবার শেষে বিশ্রাম।

■ চলবে...

■ লেখক: সাংবাদিক, বিশ্বভ্রমনকারী ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ,প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক কমিটির সদস্য।

জন্ডিস নিয়ে যত ভুল ধারণা

রক্তে বিলিরুবিন নামক পদার্থের মাত্রা বেড়ে চোখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ হলুদ হয়ে গেলে একে জন্ডিস বলে। আমাদের শরীরে রোগব্যাধী হলে নানান উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেয়। জন্ডিস ও তেমনি একটি উপসর্গ এবং লক্ষণ। একই উপসর্গ বা লক্ষণ বিভিন্ন রোগের কারণে হতে পারে।

• জন্ডিস কি, কেন হয়?

জ্বর যেমন- টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, সাধারণ ভাইরাসের সংক্রমণসহ নানা রোগের কারণে হতে পারে। তেমনি জন্ডিসও হতে পারে বিভিন্ন রোগের কারণে। ভাইরাল হেপাটাইটিস, পিত্ত নালির পাথর বা টিউমার, অন্ত্রের টিউমার, রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন থ্যালাসেমিয়াসহ অনেক রোগে রক্তে বিলিরুবিন নামক পদার্থের মাত্রা বেড়ে গেলে জন্ডিস দেখা দেয়। জন্মগত কিছু রোগের কারণেও জন্ডিস হয়।

• জন্ডিস কিভাবে বুঝবেন?

মূলত চোখের সাদা অংশ হলুদ হলেই ওই অবস্থাকে জন্ডিস বলা হয়। জন্ডিসের মাত্রা আরো বাড়লে হাত-পা এমনকি পুরো শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করে। প্রস্রাবের রঙ হালকা থেকে গাড় হলুদ হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু মাত্র প্রস্রাব হলুদ হলেই একে জন্ডিস বলা হয় না। এর পাশাপাশি জন্ডিসের কারণ অনুযায়ী অন্যান্য উপসর্গ থাকে, যেমন- ক্ষুদামন্দা, বমির ভাব, পেট ব্যথা, চুলকানি ইত্যাদি।

• ভাইরাল হেপাটাইটিস

জন্ডিসের প্রধান কারণ ভাইরাল হেপাটাইটিস। হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ই ভাইরাস এর সংক্রমণে লিভারে প্রদাহের কারণে এটি হয়। এতে প্রথমে হালকা জ্বর, বমির ভাব বা বমি, খাবারে অরুচি দেখা দেয়। তারপর ধীরে ধীরে চোখ ও প্রস্রাবের রঙ হলুদ হতে থাকে। প্রথম দেড় থেকে দুই সপ্তাহ জন্ডিসের মাত্রা বাড়তে থাকে, পরবর্তী দেড় থেকে দুই সপ্তাহে এটি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এ সময় বিশ্রামে থাকা জরুরি।

স্বাভাবিক খাবার খেতে হয়। প্রথম দিকে রুচি কম থাকে বলে খেতে অসুবিধা হতে পারে। কোন বিশেষ খাবার কম খাওয়া কিংবা কোন বিশেষ খাবার বেশি বেশি খাওয়া এমনটির ভিত্তি নেই। বমি বেশি হলে কিংবা খাবার না খেতে পেরে দুর্বল হয়ে গেলে এবং আরো কিছু জটিলতায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার দেখা দিতে পারে। সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে এটি ভালো হয়ে যায়। তবে দুই থেকে তিন শতাংশ ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এই জটিলতার হার ২০-৩০ শতাংশ।

• জন্ডিস নিয়ে যত ভুল ধারণা

জন্ডিস হলেই দেখা যায় আশে পাশের অনেকেই জন্ডিস বিশেষজ্ঞ হয়ে যান- যারা আক্রান্ত রোগীকে বিভিন্ন উপদেশ দিতে থাকে যার বেশির ভাগ ভুলে ভরা, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন ও কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

• ভুল তথ্য-১

জন্ডিসের কোন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নেই, তাই চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার দরকার নেই।

সঠিক তথ্য: জন্ডিস হলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। চিকিৎসক প্রথমত আপনার কি কারণে জন্ডিস হলো তা নির্ণয় করবেন এবং কারণ অনুযায়ী উপদেশ ও চিকিৎসা প্রদান করবেন। হেপাটাইটিস ভাইরাসের কারণে জন্ডিস হলে বিশ্রাম নেয়ার উপদেশের পাশাপাশি উপসর্গ অনুযায়ী ঔষধ দিবেন। লিভার ফেইলুর এর মত কোন জটিলতা দেখা দিচ্ছে কিনা সে জন্য চিকিৎসকের ফলোআপ-এ থাকতে হবে।

• ভুল তথ্য-২

মাথা ধোয়া, হাত ধোয়া, ডাব পড়া, মালা পরা, শরীরে গরম পয়সা বা লোহা দিয়ে ছ্যাঁক দেয়া (লিভার খিলানো), কবিরাজি ঔষধ সেবন ইত্যাদি জন্ডিস নিরাময় করে।

সঠিক তথ্য: এসব পদ্ধতি কোনো উপকার করে না। বরঞ্চ কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীরের ক্ষতি হয়। দুই সপ্তাহ পর থেকে জন্ডিস যখন স্বাভাবিক নিয়মে কমতে থাকে, তখন এটাকে মাথা ধোয়া বা মালা পরার সুফল হিসেবে মনে করে অনেকে পুলকিত হয়ে থাকেন।

• ভুল তথ্য-৩

জন্ডিস হলে বার বার পানি খেতে হবে, বিশেষ করে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি।

সঠিক তথ্য: অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি জন্ডিসের কোনো উপকার করে না। বরং অনেকেই এতে কাশি ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। বার বার পানি খেলে প্রস্রাবের রঙ কিছুটা হালকা হয়। কিন্তু এর মানে এটা নয়, জন্ডিস কমে গেছে। একজন মানুষের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দৈনিক ২-২.৫ লিটার পানি পান করতে হবে।

• ভুল তথ্য-৪

বার বার গোসল করলে জন্ডিস দ্রুত কমে।

সঠিক তথ্য: এটি ঠিক নয়।

• ভুল তথ্য-৫

আখের শরবত, ডাবের পানি বার বার খেলে জন্ডিস সারে।

সঠিক তথ্য: এগুলো জন্ডিসের কোনো পথ্য নয়। খেতে ইচ্ছে করলে খেতে পারেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে পেটে গ্যাস হয়। ফলে অন্য খাবার খাওয়ার রুচি কমে যায়।

• ভুল তথ্য-৬

জন্ডিস হলে হলুদ দিয়ে রান্না করা তরকারি খাওয়া যাবে না। সিদ্ধ খাবার খেতে হবে।

সঠিক তথ্য: হলুদ এবং জন্ডিসের হলুদ বর্ণ এক নয়। তাই, হলুদ যুক্ত রান্না খেলে জন্ডিস বাড়ে না। ভাইরাল হেপাটাইটিসজনিত জন্ডিসে খাওয়ার রুচি এমনিতেই কম থাকে। হলুদ ছাড়া সিদ্ধ খাবারে রুচি আরো কমে যায়। ফলে অপুষ্টি দেখা দিতে পারে।

■ লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
লিভার বিভাগ
শহীদ সোহরাওয়ারদী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ছড়া-কবিতা

মাওহিদ
(পবিত্র ঈদ-এ -মিলাদুন্নবী স্মরণে)
শিখর চৌধুরী

বছরান্তে এসেছে নবীজী (সাঃ) এর আগুয়ান
মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে করুন আরো মহীয়ান।
আরবী হিজরীতে তাঁর জন্মকাল ১২ই রবিউল আউয়াল
মানব জাতির সুকল্যানে এ দিনটিকেই রাব্বুল আলামীন করেছেন সুমহান।
চারদিকে ডাকছে কতো কতো সুকণ্ঠী পাখিরা'
তারাও কী জেনেছে এ মহান দিনটির বারতা!
প্রভাতের আলো আজ বড়ো নতুন লাগছে'
রাব্বুল আলামীন সুবহানাতায়ালা'র এবং
রাসুলুল্লাহ (সাঃ)- এর ;
জিকিরে জিকিরে কাটছে ।
আজ অন্তরে নফল নামাজ ও রোজায় কাটাচ্ছে মুমিনগণ,
গাফেলের ক্ষমায়ও সিক্ত সকল মুসলমান ভাইয়ের মন।
আজ নবী (সাঃ) জন্মদিবসে আমি পেয়েছি জ্ঞানের কিরণচ্ছটা
আল্লাহ ও নবী'র (সাঃ) কাছে প্রেরণ করেছি প্রশংসার সূফীনামা।

শীতকাল
মোল্লা মোঃ রাশিদুল হক

হালকা আর ঘন কুয়াশাদের ভিড়ে
দেখা দেয় এক ফালি রোদ;
পরম মমতায় বাঁধে হিমাংককে
আর আমি খুঁজি শীতের স্নিগ্ধ ছোয়া ।

শিশিরে ভেজা ঘাস আর
তাতে আমার স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি;
মন বলে বাউল হয়ে যা -
ঘাসের সাঁদা গন্ধে খুঁজে নে তোর ছেলেবেলা !

আদ্রতা আর খেজুরের রসে
যেন বাংলা মায়ের চুমু;
এক টুকরো আগুনে উষ্ণতার খোঁজ
যেন মায়ের চাঁদরের গভীর মমতা।

বাতাসে এক নিঃশব্দ অনুরণ-
অনুভবে ঠান্ডা পানির নাকবন্ধ ডুব;
পিঠা খাবার ধুমে ভুলে যাই সব -
করি চিন্তর গহীন অতলে স্মৃতির রোমন্থন।

আমি বাংলার রুপ দেখি মুগ্ধ নয়নে;
শীত যেন তার গহনার উচ্ছাস,
সবগুলি নদী স্নিগ্ধতায় ভরে -
ঢেউ খেলে চাঁদের আলোর অপূর্ব লূকোচুরি ।

খেলাধুলা

ক্রিকেটে দুই নিয়মে পরিবর্তন

ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতি বা বৃষ্টি আইন এবং বল টেম্পারিংয়ের ক্ষেত্রে সম্প্রতি নতুন দুটি নিয়ম চালু করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দক্ষিণ আফ্রিকায় জিম্বাবুয়ের ম্যাচ থেকে কার্যকর করা হয় নতুন দুই নিয়ম।

ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতি : এতদিন ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে বল বাই বল বিশ্লেষণ করা হতো। সাথে পাওয়ার প্লে-তেও। কিন্তু নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শেষ ২০ ওভারের রান রেটকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটা কেবল ওয়ানডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফলে এখন থেকে ইনিংসের শেষ দিখে যে দল রান বেশি জমা করতে পারবে, তারাই বাড়তি সুবিধা পাবে। নারী-পুরুষ উভয় ক্রিকেটে এ নিয়ম বলবৎ থাকবে। এর আগে দু'বার পরিবর্তন হয়েছিল ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতি। সর্বশেষ ২০১৪ সালে এ মেথডে কিছুটা রদবদল করে আইসিসি।

বল টেম্পারিং : আগের মতো মাঠে কোনো খেলোয়াড় বল টেম্পারিং করলে লেভেল টু অপরাধে গণ্য হবে না। এখন থেকে এ অপরাধকে একধাপ উপরে আনা হয়েছে। অর্থাৎ মাঠে একজন খেলোয়াড় বল টেম্পারিং করলে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী তিনি লেভেল 'থ্রি' অপরাধের কাতারে পড়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে তিনি ১২টি ডিমেরিট পয়েন্ট পাবেন। টেম্পারিং অপরাধের শাস্তি টেস্টের ক্ষেত্রে ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ। আর ওয়ানডেতে টেম্পারিং করলে ১২ ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকবেন সেই খেলোয়াড়।

নতুন নিয়মে ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

ভারতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপে চূড়ান্ত পর্বে খেলবে ১০টি দল। দলের সংখ্যা না বাড়লেও ক্রিকেটের বিশ্বায়নের স্বার্থে ঐ বিশ্বকাপের দল বাছাই প্রক্রিয়ায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা আইসিসি। ২০২৩ বিশ্বকাপের ১০টি দল বেছে নেয়া হবে নতুন এক পদ্ধতিতে। এতদিন র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ আট দল সাথে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা দুটি দল সুযোগ পেত বিশ্বকাপে। কিন্তু নতুন নিয়মে র‍্যাংকিংয়ের সরাসরি কোনো ভূমিকা থাকবে না।

তিন ধাপে ছয়টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মোট ৩২টি দল থেকে বেছে নেয়া হবে ১০টি দল। জুলাই ২০১৯ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত চলবে ৩৭২ ম্যাচের এ ম্যারাথন বাছাইপর্ব। ৩২ দলের মধ্যে ১৩টি দল অংশ নেবে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সিরিজে। সম্মিলিতভাবে যার নাম দেয়া হয় 'আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ সুপার লিগ'। এখানে প্রতিটি দল ২৪টি করে ম্যাচ খেলবে। প্রায় তিন বছরের চক্র শেষে জয় ও পয়েন্টের ভিত্তিতে শীর্ষ আট দল সরাসরি ২০২৩ বিশ্বকাপের টিকিট পাবে। বাকি দু'দল বাছাই করা হবে আইসিসির অন্য সব প্রতিযোগিতা শেষে। সুপার লিগে অংশ নেয়া ১৩ দল– বাংলাদেশ, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলংকা, উইন্ডিজ, আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও ভারত।

আন্তর্জাতিক ফুটবল বাংলাদেশ নারি-পুরুষ দলের সাফল্য

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে মারদেকা কাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় বাংলাদেশ পুরুষ ফুটবল দলের। অন্যদিকে ২০০৩ সালে যাত্রা করে নারী ফুটবল দল। ৪৫ বছরে পুরুষ দল সব মিলিয়ে ৭ বার শিরোপা লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে মাত্র ১৫ বছরেই ৭টি ট্রফি জয় করেছে নারী ফুটবল দল।

৪৫ বছরে পুরুষদের সাফল্য

সাল	টুর্নামেন্ট	স্থান
১৯৮৯	প্রেসিডেন্ট কাপ	ঢাকা বাংলাদেশ
১৯৯৫	চ্যালেঞ্জ কাপ	ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার
১৯৯৯	সাফ গেমস	কাঠমুন্ডু, নেপাল
২০০৩	আমন্ত্রণমূলক ফুটবল	থিম্পু, ভুটান
২০০৩	সাফ চ্যাম্পিয়নশীপ	ঢাকা বাংলাদেশ
২০১০	এসএ গেমস	ঢাকা বাংলাদেশ
২০১৫	সাফ অনূর্ধ্ব-১৫	সিলেট, বাংলাদেশ

১৫ বছরে মেয়েদের সাফল্য

সাল	টুর্নামেন্ট	স্থান
২০১৫	এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ আঞ্চলিক পর্ব	কাঠমুন্ডু, নেপাল
২০১৫	এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ আঞ্চলিক পর্ব	তাজিকিস্তান
২০১৬	এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ বাছাইপর্ব	ঢাকা, বাংলাদেশ
২০১৭	সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপ	ঢাকা, বাংলাদেশ
২০১৮	জকি ক্লাব কাপ	হংকং
২০১৮	এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপ	ঢাকা, বাংলাদেশ
২০১৮	সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপ	থিম্পু, ভুটান

- বাংলাদেশ পুরুষ ফুটবল দল আরো ৭টি টুর্নামেন্টের ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। সাফ গেমসের চারটি আসরে -১৯৮৪; কাঠমুন্ডু, ১৯৮৫; ঢাকা, ১৯৮৯; ইসলামাবাদ ও ১৯৯৫ ; চেন্নাই। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দুটি আসর - ১৯৯২; গোয়া ও ২০০৫; কলম্বে। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ২০১৫; ঢাকা।

- আগষ্ট ২০১৮ ভুটানে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৫ সাফ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।

মেয়েদের টি২০ র‍্যাংকিং

জুন ২০১৮ থেকে সদস্য দেশগুলোর সব টি২০ ম্যাচকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেয় বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। এ ধারাবাহিকতায় টি২০ ক্রিকেটের বিকাশে র‍্যাংকিংয়ের প্রবর্তন করে সংস্থাটি। ১২ অক্টোবর ২০১৮ প্রথমবারের মতো মেয়েদের টি ২০ র‍্যাকিং প্রকাশিত হয়। এতে ঠাঁই পায় ৪৬টি দল। র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ১০ দল ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশের অবস্থান–১. অস্ট্রেলিয়া, ২. নিউজিল্যান্ড, ৩. ইংল্যান্ড, ৪. উইন্ডিজ, ৫. ভারত, ৬. দক্ষিণ আফ্রিকা, ৭. পাকিস্তান, ৮. শ্রীলংকা, ৯. বাংলাদেশ, ১০. আয়ারল্যান্ড, ১১ স্কটল্যান্ড, ১২. থাইল্যান্ড, ২৫. চীন, ২৭. জাপান, ২৯. আর্জেন্টিনা, ৩২. জার্মানি, ৩৪. ব্রাজিল, ৩৬. ফ্রান্স।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

ইঁদুরের হেপাটাইটিস মানুষের শরীরে

প্রথমবারের মতো মানুষের দেহে ইঁদুরের হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। হংকংয়ে ৫৬ বছর বয়সে এ ব্যাক্তির শরীরে ভাইরাসটি সনাক্ত করা হয়েছে বলে ২৮ সেপ্টেম্বের ২০১৮ ইউনিভার্সিটি অব হংকং জানায়। গবেষকরা বলেছেন, প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ নতুন কিছু নয়। তবে ইঁদুর থেকে হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের সংক্রমণ এবারই প্রথম শনাক্ত হলো। মানুষের দেহে হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসের যে প্রজাতি সংক্রমণ ঘটায়, তা ইঁদুরের দেহে সংক্রমণ ঘটানো ই-ভাইরাসের প্রজাতি নয়। মানুষ যে ই-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তা পানির মাধ্যমে শরীরে ঢোকে। এবারই প্রথম ইঁদুর থেকে মানুষের শরীরে এ ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে গড়ে বছরে দুই কোটি মানুষ হেপাটাইটিস-ই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। জন্ডিস, ক্লান্তি, জ্বর, বমি বমি ভাব, তলপেটে ব্যাথা সংক্রমণের মূল উপসর্গ। যথা সময়ে চিকিৎসা নিতে দেরি হলে যকৃতের কার্যকারিতা হারানোর আশঙ্কা থাকে। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এ ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

আসছে ব্রেইন নেট!

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির গবেষকরা এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যাতে দুই মস্তিষ্কের ভেতর চিন্তা-ভাবনা বিনিময় করা যাবে। এ পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে 'ব্রেইন নেট'। গবেষকরা অনেক দিন ধরেই ব্রেইন নেট উদ্ভাবনে কাজ করছেন। এর আগে ২০১৫ সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি গিয়ার তৈরি করেছিলেন, যাকে ব্রেইন নেটের প্রাথমিক পর্যায়ে বলা যায়। ঐ পদ্ধতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে ব্রেইন টু ব্রেইন নেটের প্রাথমিক পর্যায় বলা যায়। ঐ পদ্ধতিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে ব্রেইন টু ব্রেইন ইন্টারফেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো। এ পদ্ধতির উন্নয়নের ফলে এখন ব্রেইন নেট ব্যবহার করে তিনজন ব্রেইন-টু-ব্রেইন নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারেন। সম্প্রতি ব্রেইন নেট ব্যবহারকারীদের নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়।

ভয়েজার মহাকশযান আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যতায় প্রবেশ

৪১ বছর পর আন্তঃণাক্ষত্রিক শূন্যতায় প্রবেশ করতে চলেছে 'ভয়েজার-২'। ২০ আগষ্ট ১৯৭৭ মহাকাশে পাঠানো হয় এ যান। ভয়েজার-১'র পরে এটিই মানুষের তৈরি দ্বিতীয় মহাকাশযান, যা আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে ভ্রমণ করবে।

ক্ষুদ্রতম লেজার প্রিন্টার

এইচপি লেজারজেট প্রো এম১৫এ মডেলের নতুন একটি মনোলেজার প্রিন্টার বাজারে এসেছে। এটাকে বলা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র লেজার প্রিন্টার। ১৮ পিপিএম গতির এ লেজার প্রিন্টারে রয়েছে ৫০০ মেগাহার্টজ প্রসেসর, উচ্চগতির ২.০ ইউএসবি পোর্ট। প্রিন্টারটির সর্বোচ্চ রেজ্যুলেশন ৬০০*৬০০*১ ডিপিআই। পিন্টারটিতে সিএফ২৪৮-এ এবং ৪৮এ মডেলের টোনার ব্যবহর করা যায়। এর দাম ৮,৫০০ টাকা।

বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ফোন

জাপানের টেলিকম জায়ান্ট *এনটিটি ডোকোমো* এনেছে ক্রেডিট কার্ড আকৃতির ছোট ও পাতলা এক স্মার্টফোন। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, কার্ড ফোন 'কেওয়াই ০১এল' নামে ডিভাইসটিই হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ফোন। ৫.৩ মিলিমিটার পুরুত্বের ফোনটির ওজন ৪৭ গ্রাম। ২.৮ ইঞ্চি ডিসপ্লের ডিভাইসটিতে রয়েছে এলটিই সংযোগ, ফলে ফোরজি ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে। 'লাইট' ভাসনের ফোনটিতে থাকভে শুধু স্মার্টফোনের বেসিক সুবিধাগুলো। ফোনটিতে ব্যাকআপ সুবিধা দিতে মিলবে ৩৮০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। ফোনটির সামনে বা পেছনে কোনো ক্যামেরা নেই। এমনকি অ্যাপ ডাউনলোডেরও সুযোগ নেই। ডিভাইসটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩০০ ডলার। নভেম্বর ২০১৮ বাজারে আসবে ফোনটি।

বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ক্যামেরা

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অবটেকনোলজির গবেষকরা উদ্ভাবন করেছেন প্রযুক্তি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ক্যামেরা। টি-কাপ নামের এ ক্যামেরার মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ১০ ট্রিলিয়ন ফ্রেম ধরা যায়। আলো ও বস্তুর মধ্যে অধরা যে মিথস্ক্রিয়া রয়েছে, তা এ ক্যামেরার উন্নয়নের মাধ্যমে শনাক্ত করা যাবে।

রিয়েল টাইমে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলার গতির ক্ষেত্রে এটি রেকর্ড গড়েছে। এটি নতুন ছবি প্রজন্মের মাইক্রোস্কোপে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া বায়োমেডিক্যাল, বস্তুবিজ্ঞানের মতো নানা কাজে ব্যবহার করা যাবে এ ক্যামেরা।

আকাশে উড়বে নৌকাও!

বিশ্বের বিস্ময়কর সব বাহনের মধ্যে এবার যোগ হয়েছে 'উড়ন্ত নৌকা'। এ নৌকায় শুধু পানিপথ নয়, পাড়ি দেয়া যাবে আকাশপথও। রাবার দিয়ে তৈরি নৌকাটি খুব দ্রুতই পানি থেকে আকাশে উড়তে পারবে। আকাশে উড়তে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। এ নৌকাটির নাম রাখা হয়েছে 'ফ্লাইং ইনফ্ল্যাটেবল বোট (FIB)। নদী, লেক, জলাভূমি, সাগর এমনকি গভীর সাগরেও এটি ব্যবহার করা যাবে। (FIB) নামের নৌকাটি তিনটি অংশে তৈরি করা হয়েছে–সাধারণ নৌকার মতো অংশ, ইঞ্জিন ও পাখা। এর সর্বোচ্ছ গতি ঘণ্টায় ৫০ মাইল।

যুদ্ধ হবে মহাকাশে!

সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা তৈরিতে অংশ নেয় ব্রিটেন ছাড়াও জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের বিশেজ্ঞরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, আরও কিছুদিন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা মানুষেরই থাকবে। কিন্তু রোবটের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ এবং আধা-সরকারি স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার কারণে যুদ্ধের মৌলিক চরিত্র বদলে যাবে। সেই সাথে কমতে থাকবে আবেগ, অনুভূতির গুরুত্ব। ভবিষ্যতে যুদ্ধে মোতায়েনের জন্য জিন অদল-বদল করে, ওষুধ প্রয়োগে বিশেষ ধরনের মানবসেনা তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এসব সৈন্যের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা হবে সাধারণ মানুষের চেয়ে বহুগুণ বেশি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, যুদ্ধে প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের রণাঙ্গণও হবে ব্যতিক্রমী। শত্রুর সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্থাপনা হয়ত আর মূল টার্গেট থাকবে না। তখন যুদ্ধের জন্য মহাকাশ, সাইবার জগত কিংবা সাগরের তলদেশের মতো নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সংখ্যা বাড়বে, পারমাণবিক এবং অন্যান্য কৌশলগত অস্ত্র তৈরির জন্য বিনিয়োগ বাড়বে।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.১০.২০১৮ ॥ সোমবার

– ৭২ তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে মোবাই পোর্টেবিলিটি (mnp) সেবা চালু।

০২.১০.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– পাট থেকে পলিথিন (জুটপলি)ব্যাগ তৈরির লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফুটামুরা কেমিক্যালের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (BJMC)।

০৩.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

– তিনদিনের আনুষ্ঠানিক সফরে বাংলাদেশে আসেন সর্বাত্মক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি সংক্রান্ত আন্তজাতিক সংস্থা Comprenhensive Nuclear Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO)' প্রধান আন্তর্জাতিক।

০৫.১০.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

– সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পদে নিয়োগে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি।

– দেশে সব ধরনের এনার্জি ড্রিংকসের আমদানি নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA)।

০৫.১০.২০১৮ ॥ শুক্রবার

–২৭ বছর পর বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি)বহরে যুক্ত হয় নতুন জাহাজ 'বাংলার জয়যাত্রা'।

০৬.১০.২০১৮ ॥ শনিবার

– সর্বাধিক গ্রাজ্যুয়েটদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত।

০৮.১০.২০১৮ ॥ সোমবার

– বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা বিলে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ।

– সরকারি চাকরি শেষে শতভাগ পেনশন তুলে নেয়া (সমর্পণ) অবসরপ্রাপ্তদের পুনরায় পেনশনের আওতায় এনে প্রজ্ঞাপন জারি অর্থ মন্ত্রণালয়

১০.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

– বহুল আলোচিত ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলার রায় প্রদান।

১৪.১০.২০১৮ ॥ রবিবার

– 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ নির্মাণ প্রকল্প' উদ্বোধন।

– ময়মনসিংহ পৌরসভাকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করে গেজেট প্রকাশ।

১৭.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

– বিশ্ব ভ্রমণে বের হওয়া ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ট্রফি ঢাকায়।

– সৌদি আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিজস্ব ভবন উদ্বোধন।

২৪.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

– শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টি সার্জারি ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন

বিদেশের খবর...

০১.১০.২০১৮ ॥ সোমবার

– দুই কোরিয়া তাদের সীমান্ত থেকে স্থল মাইন সরিয়ে নিতে শুরু করে

– স্থলবেষ্টিত বলিভিয়ার একমাত্র সমুদ্র পথ পর চিলি দখল করে নেয়ার প্রায় ১৩৯ বছর পর ইস্যুটি নিয়ে International Court of Justice (ICJ)- এর রায় ঘোষণা

০২.১০.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– তুরস্কের ইস্তানবুলে অবস্থিত সৌদি কনস্যুলেটের ভিতর হত্যাকান্ডের শিকার হন সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগি।

০৪.১০.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

– ইতালিতে নতুন অভিবাসী আইন কার্যকর।

০৫.১০.২০১৮ ॥ শুক্রবার

– দুর্নীতির অভিযোগে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট লিমিয়াং বাককে ১৫ বছরের কারাদন্ড দেন দেশটির একটি আদালত।

০৬.১০.২০১৮ ॥ শনিবার

–ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশ হাইতিতে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।

–দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত প্রথম কোনো যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নেয় জাপানের সেনাবাহিনী

০৭.১০.২০১৮ ॥ রবিবার

–বসনিয়ায় প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

১০.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

–মালয়েশিয়ার মন্ত্রিসভায় মৃত্যদণ্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত।

১১.১০.২০১৮ ॥ বৃহস্পতিবার

–বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'তিতলি' ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ ও উড়িষ্যার মাঝামাঝি এলাকায় প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ে।

১৭.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

– ভারত জুড়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে নারীদের ভার্চুয়াল আন্দোলন #Me Too ঝড়ের কবলে পড়ে পদত্যাগ করেন ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবর।

– উরুগুয়ের পর বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে কানাডায় গাঁজা সেবন বৈধতা লাভ করে।

২০.১০.২০১৮ ॥ শনিবার

– আফগানিস্তানের জাতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৩.১০.২০১৮ ॥ মঙ্গলবার

– উদ্বোধন করা হয় বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু Hong Kong-Zhuhai-Machu Bridge

২৪.১০.২০১৮ ॥ বুধবার

– মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে জাতিসংঘ তদন্ত দলের প্রধানের তৈরি করা প্রতিবেদনের ওপর নিরাপত্তা পরিষদের শুনানি অনুষ্ঠিত।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

স্কাউট ট্রেনিং সেন্টার কাম সাইক্লোন শেল্টার এর হস্তান্তর/গ্রহণ

বিগত ৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় আইডিবি এর অর্থায়নে ফায়েল খায়ের কর্তৃক নির্মিত স্কাউট ট্রেনিং সেন্টার কাম সাইক্লোন শেল্টার এর চাবি হস্তান্তর/গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর/গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জনাব পল বার্ড, কনসালটেন্ট, ফায়েল খায়ের, জনাব সুফী মোস্তাক আহমেদ, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, ফায়েল খায়ের। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, ফায়েল খায়ের এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জনাব পল বার্ড, কনসালটেন্ট, ফায়েল খায়ের, জনাব সুফী মোস্তাক আহমেদ, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, ফায়েল খায়ের। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস।

মুক্ত স্কাউট গ্রুপ উন্নয়ন বিষয়ক কনফারেন্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে দিনব্যাপী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ উন্নয়ন বিষয়ক কনফারেন্স-এর আয়োজন করা হয়। কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদকগণ অংশগ্রহণ করেন। মোট ৯৩ জন মুক্ত দলের সভাপতি/সম্পাদক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন ভূইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন বিভাগ) কাজী নাজমুল হক, জাতীয় কমিশনার (এডাল্ট রিসোর্সেস) জনাব ফেরদৌস আহমেদ এবং নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিসসহ জাতীয় উপ কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। মুক্ত স্কাউট গ্রুপ পরিচালনায় একটি নীতিমালা তৈরি, দল পরিচালনায় বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় নির্ধারণ করাসহ মুক্ত দলের কার্যক্রমকে আরো দৃশ্যমান করা ইত্যাদি বিষয়ে দিনব্যাপী আলোচনা করা হয়।

খবর প্রেরক: **ফরিদ উদ্দিন**
সহকারী পরিচালক (এক্সটেনশন স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রথম আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় প্রথম আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার গাবতলী ডিগ্রী কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থীম- "জলবায়ু বিবর্তণ মোকাবেলায় স্কাউটিং"। বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৪ টি জেলা থেকে ৮টি গার্ল ইন স্কাউট দলসহ মোট ৪৮টি দলের মোট ৩৮৪ জন স্কাউট সদস্য সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ৪৮ জন ইউনিট লিডার, ২৩ জন সাংগঠনিক কমিটির সদস্য, ২৮ জন রোভার সেচ্ছাসেবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিসহ মোট ৫৩০ জন নিয়ে ১ম আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে সমাবেশের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় সাংসদ জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ মুক্তি এবং বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ জনাব মো: মাহমুদ হাসান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সভাপতি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন- বালক বালিকাদের সুন্দর ও উন্নত মননশীলতা তৈরির লক্ষ্যে এ ধরণের কর্মসূচি আমরা নিয়মিত করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

আঞ্চলিক সমাবেশের প্রোগ্রামকে তিন ধরণের কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল- ক) শারীরিক কসরত বা খেলাধূলা খ) বুদ্ধিমত্তার বিকাশ বা শিক্ষামূলক মনন ও গ) স্কাউট দক্ষতা। এই তিনটি বিষয়াবলীর মাধ্যমে একজন স্কাউট নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভের মাধ্যমে স্বীয় দক্ষতা সকলের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করেছে। একজন স্কাউট ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টিসহ নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছে।

মহাতাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ২৭ অক্টোবর ২০১৮। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সভাপতি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. গাজী হাসান কামাল, বিশেষ অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা জনাব সুবর্ণা সরকার।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

আঞ্চলিক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ও গ্রোথ বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক স্ট্র্যাটেজিক পান ও গ্রোথ বিষয়ক ওয়ার্কশপ ৫-৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী ছিল ৫৭ জন এবং ওয়ার্কশপ পরিচালকমন্ডলী ৭ জন ও রিসোর্সেস পারসন ১ জনসহ মোট ৬৫ জন অংশগ্রহন করেছেন। অংশগ্রহণকারীগণকে পাঁচটি উপদলে ভাগ করা হয়। ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে স্কাউটার স্বপন কুমার দাস। রিসোর্সেস পারসন হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার(জনসংযোগ ও প্রকাশনা) স্কাউটার আমিমূল এহসান খান পারভেজ এবং জাতীয় উপ কমিশনার(স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান) সৈয়দ রফিক আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

রণরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব দলের কাব হলিডে

জামালপুরজেলার সদর উপজেলার রণরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব দলের আয়োজনে কাব হলিডে১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দিনব্যাপী বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। হলিডেতেমোট ৫৬ জন কাব অংশগ্রহণ করে।এর মধ্যে খলিসাকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮জন কাব ছিল। অংশগ্রহনকারীদের ৯টি ষষ্ঠকে ভাগ করা হয়। কাব হলিডেক্যাম্পের পরিচালক হিসেবেইউনিট লিডার স্কাউটার মো: আকরামুল হাসান ঠান্ডা, স্কাউটার মো: মইনুদ্দিন দায়িত্ব পালন করেন। হলিডেতে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জোনের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম এবং গ্রুপ সভাপতি ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব শাহিদা পারভীন। আরো উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ এবং গ্রুপের অন্যান্য শিক্ষকগণ। হলিডে উপলক্ষে কাবদের অংশগ্রহনে একটি র‍্যালী বের করা হয়। ২০ জন কাবকে দীক্ষা প্রদান করা হয়। দীক্ষা অনুষ্ঠানের পর বিচিত্রানুষ্ঠান আয়াজন করা হয়। স্কাউটের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম। কাব কার্ণিভালে ৬ টি স্টেশনে ৬ জন স্টেশন মাস্টার কাজ করেন। স্টেশনগুলো হলো বালতিতে বল নিক্ষেপ, চামি-মারবেল দৌড়, ফুৎকার, টার্গেট হীট, রিং ছোড়া, বাধা অতিক্রম, প্লেট থেকে বোতল পানি ঢালা এবং জানবো এবার জগৎ টাকে। কাবদের অংশগ্রহনে একটি কাব স্কাউট ওন আয়োজন করা হয়। স্কাউট ওনে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। স্কাউট ওনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সহকারী পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। কাব অভিযান পরিচালনা করেন স্কাউটার মইনুদ্দিন।বনকলা পরিচালনা করেন স্কাউটার আকরামুল হাসান। সেখানেস্কাউট বনকলার মাধ্যমে স্কাউটরা সংগ্রহিত গাছপালার গ্রুনাগুন সর্ম্পকে আলোচনা করে। কাবদের প্রাথমিক প্রতিবিধান শেখানো হয়।রত্ন কুরাও খেলাটিও কাব স্কাউটরা খেলে। বিকেলে তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়।তাঁবু জলসায় পাচঁটি উপদল মোটপাচঁটি আইটেম উপস্থাপন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে গ্রুপ সভাপতি শাহিদা পারভীন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম। আরো বক্তব্য রাখেন স্থানীয় অভিভাবকগণ। অংশগ্রহনকারীদের পক্ষে ২ জন মতামত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন যে, কাব হলিডে মাঝে মাঝে হওয়া দরকার। এতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

এয়ার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় গত ১৬ হতে ২২ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এয়ার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স । কোর্সে এয়ার অঞ্চলের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে মোট ৪৮জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ১৬ অক্টোবর, ২০১৮ অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলার অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন শেখ আবুল কাশেম, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আঞ্চলিক সম্পাদক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ শাহআলম, বিপিপি কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানান এবং আন্তরিকতার সাথে কোর্সের সেশনসমূহে অংশগ্রহণ করে আয়োজনকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় জেলা এয়ার স্কাউটস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রশিক্ষক ও কোর্স স্টাফগণ উপস্থিত ছিলেন।

২১ অক্টোবর, ২০১৮ কোর্সের সনদ পত্র বিতরণ ক্যাম্প ফায়ার এবং মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার এয়ার কমডোর কাজী আবদুল মঈন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ কারীগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। তিনি অগ্নি প্রজ্বলনের মাধ্যমে মহাতাঁবু জলসার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণ লব্ধজ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান, কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আঞ্চলিক সম্পাদক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ শাহ আলম, বিপিপি কোর্স আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ গত ১৮ হতে ২২ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে এয়ার অঞ্চলের আওতাধীন ৬টি জেলা হতে ১৮টি নির্বাচিত স্কাউট ইউনিট, কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করে। সমাবেশ স্কাউটদের কাছে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় করে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী, শিক্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। সমাবেশের প্রোগ্রামের বিষয়গুলিকে উত্তরণ নামে অভিহিত করে মোট ১০টি উত্তরণ এবং কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে সমাবেশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৯ অক্টোবর, ২০১৮ সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কুর্মিটোলা জেলা এয়ার স্কাউটসের সভাপতি ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু-এর এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ সাঈদ হোসেন, বিএসপি, জিইউপি, এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার এয়ার কমডোর কাজী আবদুল মঈন, ভারপ্রাপ্ত জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব আবদুল্লাহ-আল-মামুন, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব আবু মোতালেব খানসহ এয়ার অঞ্চলের জেলা ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে স্কাউটদের উদ্দেশ্য করে বলেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজকে আলোকিত করা। তোমরা যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পার, তাহলে তোমাদের মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

প্রতিদিন ভোরবেলা পূর্ব আকাশে ভোরের আলো ফোঁটার আগেই স্কাউটরা ভোরের পাখিরমত জেগে ওঠে। সুস্থ, সবল ও সুন্দরভাবে ক্যাম্প জীবন পরিচালনা করার জন্যে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের কলরবে কাক ডাকা ভোরে ক্যাম্প এলাকা হয়ে ওঠে মুখরিত। স্কাউটদের দিনের শুরু হয়েছে বিপিপিটি এবং এরোবিক্সের মাধ্যমে।

স্কাউট ক্যাম্প মানেই তাঁবুতে রাত্রিযাপন করা। তাঁবুজীবন আনন্দময় ও আরামদায়ক পুরোক্যাম্প সময়টা সারাদিনের বিভিন্ন কার্যক্রম শেষে করে স্কাউটরা আবার ফিরে আসে তাঁবুতে। এই অস্থায়ী আবাসে থাকার দিনগুলো আরো আনন্দঘন করতে তাঁবু এলাকা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে স্কাউটরা। এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে যায় নিজেদের জীবনে। প্রতিদিন সকালে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, টার্ণ আপ, উপস্থিতি, পোশাক, স্মার্টনেস, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শনকারীরা মূল্যায়ণ করেন। মূল্যায়ন শেষে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলনের সময় সব-ক্যাম্পভিত্তিক সেরাদের দেয়া হয় গৌরব পতাকা।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের দক্ষতা যাচাই করার জন্য আয়োজন করা হয় উত্তরণ কলাকুশলি। এই উত্তরণে স্কাউটরা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করে। এই সময়তারা দলীয় দক্ষতা প্রমানের জন্য ট্রাইপট, পতাকা দন্ড ও ট্রাসেলব্রীজ তৈরি করে। দেশীয় খেলা সম্পর্কে জানাতে ব্যবস্থা করা হয় উত্তরণ খেলাধুলা। এই উত্তরণে স্কাউটরা দুইজন তিনজন করে তিনপায়ে দৌঁড়, চারপায়ে দৌঁড় ও ঘোড়া দৌঁড়ে অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে অংশগ্রহণকারি স্কাউটদের মেধা যাচাইয়ের জন্য রাখা হয়। উত্তরণ আমরাও পারি। উত্তরণ আমরাও পারিতে স্কাউটরা স্কাউটিং-এর সাধারণ জ্ঞান ও ম্যাথ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। সমাবেশের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর উত্তরণ ছিলো হাইকিং। স্কাউটরা তাদের উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল ও সাহসের সাথে এই উত্তরণ সম্পূর্ণ করে। স্কাউটরা ফিল্ডবুক, ট্র্যাকিংসাইন, কোড-সাইফার ব্যবহার করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়।

স্কাউটিং এর আনন্দদায়ক কার্যক্রম তাঁবুজলসা। ও নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় চিত্তবিনোদনের তাঁবুজলসায় অনুষ্ঠিত হয়। ২১ অক্টোবর, ২০১৮ আঞ্চলিক সমাবেশের মহা তাঁবুজলসা ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এয়ার অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার এয়ার কমডোর কাজী আবদুল মঈন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ শাহ আলম, বিপিপি আঞ্চলিক সমাবেশ আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

■ খবর প্রেরক: রোভার মোঃ নাজমুল হাসান
ড্যাফোডিল এয়ার রোভার

নিরাপদ সড়ক সচেতনতা কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে মাসব্যাপী গণসচেতনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে সিলেটের জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে বিশেষ প্রাতঃসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ সকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, এএফডবিউসি, পিএসসি'র সভাপতিতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক নুমেরী জামান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুমেরী জামান বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আমাদের জাগিয়ে তুলেছে। তাদের আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে তাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীকে দ্রুত সচেতন করে তুলতে পারে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা বিদ্যালয়ে যখন শেখো তখন শিক্ষকরা তোমাদের শেখান। কিন্তু সড়ক নিরাপদ রাখার জন্য সকলকে সচেতন করার নিয়মগুলো নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণীত লিফলেটে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এগুলো নিজেরা অনুসরণ করে এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সহজেই তোমরা সচেতন করে তুলতে পার। কেননা নিরাপদ সড়ক সকলের জীবন নিরাপদ রাখার একটি অন্যতম নিয়ামক। তিনি জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে বিশেষ প্রাতঃসমাবেশ আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের হাতে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ বিষয়ক লিফলেট তুলে দেন।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন- সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) তোফায়েল আহমেদ, সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু সাফায়াত মোহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম, সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাম্মত খালেদা খাতুন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. আরিফ সেলিম রেজা ও বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট জেলার সহকারী কমিশনার হিফজুর রহমান খাঁন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা সম্পাদক মো. এমদাদুল হক সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট রাইসা সালসাবিল ও স্কাউট সালওয়া মেহরিন নিরাপদ সড়ক বিষয়ক লিফলেট পাঠ করে শোনান।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ লে. কর্নেল মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'জেসিপিএসসির একাডেমিক ও সহপাঠক্রমিক ক্ষেত্রে যেমন নজরকাড়া সাফল্য দেখিয়েছে; তেমনি সরকার ঘোষিত সকল কার্যক্রম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে পরিসংখ্যান পেয়েছি তাতে বিশ হাজারের ওপর বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের কাছে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার এই বার্তা পৌঁছেছে।'

সমাবেশ শেষে "জেসিপিএসসির প্রধান ফটকের সামনে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের চলাচলরত বিভিন্ন যানবাহনের চালক-যাত্রী ও পথচারীদের মাঝে নিরাপদ সড়ক নিয়ে লিফলেট বিতরণে অংশ নেন অতিথিবৃন্দ।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন

১ম মেঘনাপাড় ইলিশ স্কাউট ক্যাম্প ২০১৮

বাংলাদেশ স্কাউটস চাঁদপুর সদর উপজেলার মেঘনাপাড় মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৩ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত চাঁদপুর সদর উপজেলার ১০ নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকায় ৪ দিনব্যাপী '১ম মেঘনাপাড় ইলিশ স্কাউট ক্যাম্প ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ ক্যাম্পের শুভ সূচনা করেন চাঁদপুর সদর উপজেলার ১০ নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউট কমিশনার ও মেঘনাপাড় মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের সভাপতি অজয় ভৌমিক, জেলা স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক দয়াময় হালদার, জেলা স্কাউট লিডার গোলাম মেহেদী মাসুদ, জেলা কাব লিডার তহমিনা আক্তারসহ অন্যান্যরা।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সকাল ১০ টায় ১ম মেঘনাপাড় ইলিশ স্কাউট ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও চাঁদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য ডা. দীপু মণি এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ স্কাউটস চাঁদপুর জেলার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোঃ মাজেদুর রহমান খান, চাঁদপুর জেলা পুলিশ সুপার জিহাদুল কবির, পিপিএম; চাঁদপুর সদর উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কানিজ ফাতেমা বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ফারুক আহম্মদ; ফরিদগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ মাহফুজুল হক; জেলা স্কাউটস এর সহকারি পরিচালক দয়াময় হালদার, ইলিশ ক্যাম্পের পৃষ্ঠপোষক ও ১০ নং লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ সেলিম খান; চাঁদপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ আখতারুজ্জামান, চাঁদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর ও মেঘনাপাড় মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আলী মাঝী, জেলা স্কাউটস লিডার গোলাম মেহেদী মাসুদ, জেলা কাব লিডার তহমিনা আক্তার; মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদক বিউটি বেগম, হাইমচর উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক শহীদউল্যাহ গাজী, জেলা স্কাউটস এর সহযোজিত সদস্য মাসুদ হোসেন খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা স্কাউটস কমিশনার ও মেঘনাপাড় মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের সভাপতি অজয় ভৌমিক। ৪দিনব্যপী প্রথমবারের আয়োজিত মেঘনাপাড় ইলিশ স্কাউট ক্যাম্পে ক্যাম্প মুক্ত স্কাউটস গ্রুপের সদর এবং ফরিদগঞ্জ ইউনিটের ৮০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আমন্ত্রিত ইউনিট হিসেবে মতলব দক্ষিণ উপজেলার মতলব মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, মতলব উত্তর উপজেলার নাওভাঙ্গা জয়পুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট দল, চাঁদপুর সদর উপজেলার ছোটসুন্দর এ আলী উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট দলের স্কাউটসহ সর্বমোট ১৩৫ জন স্কাউট এবং ১৫জন কর্মকর্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পের প্রোগ্রাম চীফ হিসেবে মোঃ ওয়ালিদ হোসেন, এবং মোঃ মাসুদ দেওয়ান ক্যাম্পের প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। চারদিনব্যাপী ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী স্কাউটরা জাটকা ইলিশ ও মা ইলিশ রক্ষা, নারী নির্যাতন, মাদক বিরোধী কার্যক্রম এবং বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং সমাজের অনগ্রসর জেলে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা তৈরির লক্ষে বিভিন্ন আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে। চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিজ, নৌকা চালানো, সাতার, পানি দূর্ঘটনায় পতিতদের উদ্ধার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্কাউটরা মেঘনায় ইলিশ ধরা দেখা এবং ইলিশের নৌকায় যেয়ে ইলিশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্কশপ

চট্টগ্রাম জেলা নৌ রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে এবং চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটস এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রামে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে বানৌজা পতেঙ্গা এর সিপিও (মেডিক্যাল) এম জি মোস্তফা "টিকাদান কর্মী ব্যাজ, পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ, শিশু স্বাস্থকর্মী ব্যাজ"এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়াও রোভার লিডারগণ সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কিত পারদর্শিতা ব্যাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। ওয়ার্কশপে ১২ জন নৌ রোভার, ৪ জন গার্ল-ইন-নৌ রোভার, ১০ জন স্কাউট, ৪ জন গার্ল-ইন-নৌস্কাউট অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কশপে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রোভার স্কাউট লিডার মোহাম্মদ মাহবুব খান উডব্যাজার। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা স্কাউট লিডার মোঃ মুছা উডব্যাজার।

অনলাইন মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপ

অঞ্চল পর্যায়ে অনলাইন মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন ওয়ার্কশপে

বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্কাউটদের মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশনের তথ্য অর্ন্তভুক্ত করার লক্ষ্যে নৌ আঞ্চলিক স্কাউটসের ব্যবস্থাপনায় ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিএন স্কুল এন্ড কলেজ ঢাকা এর কম্পিউটার ল্যাবে অঞ্চল পর্যায়ে অন লাইন মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। ওয়ার্কশপে ৫জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষাণার্থীদেরকে হাতে কলমে অন লাইন মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। উক্ত ওয়ার্কশপে নৌঅঞ্চলের ৬টি জেলা থেকে আইসিটিতে দক্ষ নৌরোভার, স্কাউটার ও বিএন স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রামের ১জন শিক্ষকসহ সর্বমোট ২৫জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

আর্ন্তজাতিক শান্তি দিবস পালন

Messengers of peace বিশ্ব স্কাউট সংস্থার একটি উদ্যোগ। এই কার্যক্রমের আওতায় বিশ্ব স্কাউট সংস্থার বিভিন্ন সদস্য দেশগুলোতে স্কাউটিং এর আদর্শ ও নীতিমালার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা নৌ রোভার এর আয়োজনে এবং চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রামে "আর্ন্তজাতিক শান্তি দিবস" পালন করা হয়। এবারের আর্ন্তজাতিক শান্তি দিবসের বিষয়বস্তু ছিল ÒThe right to peace. The Universal Declaration of Human Rights at 70." উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের কার্যালয় হতে পিস কার্ড ও ফেষ্টুনসহ র‍্যালী বের হয়ে চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ন স্থান বন্দরটিলা, সিমেন্ট ক্রসিং অতিক্রম করে স্কাউট ডেনে এসে শেষ হয়। উক্ত র‍্যালীতে নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রাম জেলা নৌরোভার স্কাউটস গ্রুপের নৌরোভার স্কাউট লিডার মোঃ আসাদুল ইসলাম । আর্ন্তজাতিক শান্তি দিবসের র‍্যালীতে চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের নৌস্কাউট, গার্ল-ইন-নৌস্কাউট, নৌরোভার, গার্ল-ইন-নৌরোভার স্কাউট, ইউনিট লিডার, গার্ল-ইন নৌস্কাউট লিডার সহ সর্বমোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করে।

দীক্ষাদান

চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটস অর্ন্তগত বিএন স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম নৌস্কাউটসের উদ্যোগে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, অডিটরিয়ামে চট্টগ্রামে বিএন স্কুল এন্ড কলেজ নৌস্কাউটসের নবাগত ৩২ জন নৌস্কাউট, ১৫ জন গার্ল-ইন-নৌস্কাউটকে দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান করা হয়। উক্ত দীক্ষাদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএন স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রামের অধ্যক্ষ ইঃ ক্যাপ্টেন এম জসীম উদ্দীন। অনুষ্ঠানে দীক্ষাপ্রাপ্ত স্কাউটদের অভিভাবকসহ চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটের অন্যান্য লিডারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দীক্ষাদান শেষে স্কাউটদের পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে।

বিশেষ ট্রাফিক সপ্তাহ পালন

অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার, পথ চারী এবং যাত্রীদের অসচেতনার কারণে রাস্তায় প্রায়ই দূঘটনা ঘটে । নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ০৬ থেকে ১১ আগষ্ট ২০১৮ বিশেষ ট্রাফিক সপ্তাহে চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসের নৌস্কাউট, নৌরোভারগণ অংশগ্রহণ করে। উক্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মশিউর রহমান। বিশেষ ট্রাফিক সপ্তাহে জেলা নৌরোভার স্কাউট লিডার ইঞ্জিঃ রেজাউল করিম উডব্যাজার ও রোভার স্কাউট লিডার মোহাম্মদ মাহবুব খান উডব্যাজার বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। ট্রাফিক সপ্তাহে চট্টগ্রামের ইপিজেড ও পতেঙ্গা এলাকায় নৌস্কাউট ও নৌরোভার স্কাউটগণ পথচারীদের ফুটপথ ব্যবহার, জেব্রাক্রসিং ব্যবহার, রাস্তায় সিগনাল দেখে রাস্তা পারাপার, ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা, অননুমোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, লাইসেন্সবিহীন ও অনভিজ্ঞ ড্রাইভার সনাক্তকরণে ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তা প্রদান করে।

■ খবর প্রেরক: মোহাম্মদ মাহবুব খান
নৌ রোভার স্কাউট লিডার
চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউট

শতবর্ষ এর রোভারিং: জামালপুরে গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভারের পরিচালনায় ১৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শতবর্ষে রোভারিং উপলক্ষে গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ/ গ্রুপ সভাপতি ৪২ জন এবং ওয়ার্কশপ পরিচালকমন্ডলী ৫ জনসহ মোট ৬৮ জন অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীগণকে পাঁচটি উপদলে ভাগ করা হয়। ওয়ার্কশপের পরিচালকমন্ডলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আঞ্চলিক সম্পাদক স্কাউটার এ কে এম সেলিম চৌধুরী, স্কাউটার প্রফেসর মো: মোজাহেদ হোসাইন, স্কাউটার মোহাম্মদ আবুল খায়ের, স্কাউটার মুহ. রাকিব উদ্দিন, স্কাউটার মো: জহুরুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব রাজীব কুমার সরকার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোহাম্মদ মহসিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর কমিশনার জনাব মোঃ শামীমুল হক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তার বক্তেব্যে বলেন- স্কাউটিং আন্দোলনে জামালপুর জেলাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলার সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য উপস্থাপনের পর স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন স্কাউটার প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন। গ্রুপ সভাপতিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন উপ পরিচালক স্কাউটার মোহাম্মদ আবুল খায়ের। বিভিন্ন পরিপত্র নিয়ে আলোচনা করেন আঞ্চলিক সম্পাদক স্কাউটার এ কে এম সেলিম চৌধুরী। ইউনিট পর্যায়ে ক্রু মিটিং নিয়মিত করার উপর আলোচনা করেন স্কাউটার মো: রাকিব উদ্দিন। সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটির পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করেন স্কাউটার মো: জহুরুল ইসলাম।

সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, জামালপুর ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস জামালপুর জেলা ও জেলা রোভার জনাব আহমেদ কবীর এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি স্কাউটার মোঃ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) স্কাউটার মোহাম্মদ মহসিন, পুলিশ সুপার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বিপিএম, অংশগ্রহণকারীগন পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ তার বক্তব্যে বলেন-আপনার সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিংই হচ্চে সবচেয়ে ভাল উপায়। ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন এর চেয়ে ভাল উপায় থাকলে আমিও সেটা করবো। না হলে আপনি স্কাউটিং করবেন। মনের দিক থেকে স্কাউটিংকে গ্রহণ করতে তিনি সকলকে আহবান জানান।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

শান্তি দিবস

বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা জেলা রোভার কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস "International Peace Day" উপলক্ষে শান্তি র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি টি খুলনা শহরের শহিদ হাদিস পার্ক নামক স্থান হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক হয়ে ডাকবাংলা মোড় এ এসে আলোচনার সভার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উক্ত র‍্যালি এবং আলোচনাতে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা রোভার এর সম্মানিত সহ সভাপতি প্রফেসর মকবুল হোসেন জোয়ার্দ্দার, জেলা রোভার কমিশনার প্রফেসর এ মজিদ খান, যুগ্ম সম্পাদক জনাব শফিকুল ইসলাম, জেলা রোভার নেতা জনাব সুব্রত সাহা, সহকারি কমিশনার জনাব শংকর কুমার সানাসহ রোভার নেতা গাজী মুজাহিদুল ইসলাম।

উলেখ্য র‍্যালি টিতে খুলনা জেলা রোভার এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রোভার ও গার্ল ইন রোভারবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: এস এম মাহফুজুল ইসলাম
অগ্রদূত প্রতিনিধি

রংপুর পলিটেকনিকে বিশ্ব শান্তি দিবস পালিত।

২১শে সেপ্টেম্বর বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে সারা দেশের ন্যায় রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট আয়োজনে ইন্সটিটিউট এর রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন রোভার স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় দিবসটি। দিবসটি কর্মসূচি উপলক্ষে সকাল ৯.৩০ টায় পতাকা উত্তোলন, ১০ টায় র‍্যালি, ১০.৩০টায় রোভার স্কাউট লিডার মহাদেব কুমার গুণ এর সভাপতিত্বে বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে উক্ত দিবস কে কেন্দ্র করে পরিষ্কার পরিছিন্নতা অভিযান এবং ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং নির্ণয় করেন রোভার স্কাউট সদস্যরা।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আবু হাসনাত
অগ্রদূত প্রতিনিধি

কুমিল্লা জেলার রোভার ও প্রাক্তণ রোভার স্কাউটদের পূর্ণমিলনী

বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা জেলা রোভার ও কুমিল্লা প্রাক্তণ রোভার স্কাউট এসোসিয়েশনের পূর্ণমিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লালমাই এ অনুষ্ঠিত হয় । এতে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন–কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও কুমিল্লা জেলা রোভারের সহ সভাপতি এডভোকেট আমিনুল ইসলাম টুটুল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মু: আসাদুজ্জামান, স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার ফটিক । কুমিল্লা প্রাক্তণ রোভার স্কাউট এসোসিয়েশনের সভাপতি ও কুমিল্লা জেলা রোভারের সহ সভাপতি সাংবাদিক মাসুক আলতাফ চৌধুরী সভাপতিত্বে জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- সোনার বাংলা কলেজের অধ্যক্ষ আবু সালেক মোঃ সেলিম রেজা সৌরভ , কুমিল্লা জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকি , সুলতান মোহাম্মদ ইলিয়াস শাহ , শহিদুল ইসলাম , রোভার অঞ্চলের উপ পরিচালক আবুল খায়ের, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মাঈনুদ্দীন খন্দকার। অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন – স্কাউটিং একটি শিক্ষা সেবা প্রশিক্ষণ মূলক আন্দোলন। এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ভাল মানুষ হওয়ার পাশাপাশি নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে । এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নিজেদের কে চিনবে তথা দেশ, মাতৃভুমি , মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভুমিকা রাখতে হবে। ভিশন ২০২১ বাস্তাবায়নে ও উন্নত বাংলাদেশ তৈরিতে রোভার স্কাউটরা যার যার অবস্থানে এর বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে। সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানে অনুভুতি প্রকাশ করেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সাবেক সিনিয়র রোভার মেট মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, মোঃ জিয়াউল করিম জাবেদ , ফারুক আহম্মেদ , এমদাদুল হক , বর্তমান সিনিয়র রোভার মেট জাবেদ হোসাইন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোভার স্কাউট লিডার ইয়াছিনুর রহমান , গাল্‌স ইন রোভার স্কাউট লিডার রাবেয়া খানম , সামিয়া নুসরাত।

ময়মনসিংহে হাইকিং কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম সক্রিয় স্কাউটার রফিকুল ইসলাম ওপেন স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার গ্রুপটির স্কাউট ও রোভার সদস্যদের নিয়ে দিনব্যপী হাইকিং কাযর্ক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সিনিয়র রোভার মেট মো: সাকির এর সঞ্চালনায় ময়মনসিংহের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ব্রীজ মোড় হতে হাইকিং কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্কাউট ইউনিট লিডার মতিউর রহমান ফয়সাল। হাইকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন গ্রুপের সম্পাদক এস এম এমরান সোহেল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রোভার স্কাউট লিডার ফাতেমা আক্তার (এলটি), রোভার স্কাউট লিডার এ কে এম নাঈম।

পরে উক্ত স্থান থেকে হাইকিং শুরু হয়। হাইকিং এ গ্রুপটির ৪০ জন স্কাউট ও রোভার সদস্য অংশগ্রহন করেন। বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে। কম্পাস ফিল্ডবুক, অনুসরক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে শহর, বন জংগল, নদী-ঘাট পেরিয়ে হাইকারগণ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উপস্থিত হোন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট ডেনে হাইকিং এর হাইক রিপোর্ট ও বনকলা উপস্থাপন করা হয়।

স্কাউট ইউনিট লিডার মতিউর রহমান ফয়সাল এবং রোভার স্কাউট লিডার এ কে এম নাঈম এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে হাইক মাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র রোভার মেট মো: সাকিব। হাইক কার্যক্রম শেষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট ডেনে হাইকারদের স্বাগত জানান ময়মনসিংহ জেলা রোভার এর সম্পাদক ড. মো: জহিরুল আলম, এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র রোভার মেট তনয় সরকার।

■ খবর প্রেরক: মো: সাকিব (পিএস)

মৌলভীবাজারে রোভার মেট কোর্স

মৌলভীবাজারের সৈয়দ শাহ মোস্তফা কলেজে ১১-১৫ অক্টোবর ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মৌলভীবাজার জেলা রোভারের অর্থায়ন ও ব্যাবস্থাপনায় শতবর্ষ জেলা রোভার মেট কোর্স। রোভারিং কার্যক্রমের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল কর্তৃক সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয় শতবর্ষ রোভার মেট কোর্স। মৌলভীবাজার জেলা রোভারের পরিচালনায় এই কোর্সে ৬১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে ২৭ জন গার্ল ইন রোভার ছিলো। জেলার প্রায় সব কয়টি ইউনিটের পাশাপাশি সিলেটের এম সি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপ ও রফিকুল ইসলাম অনার্স মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ থেকে ৪ জন গার্ল ইন রোভার অংশগ্রহণ করে। ১১ অক্টোবর বিকালে কোর্স লিডার জনাব রেজাউল করিম সম্পাদক, মৌলভীবাজার জেলা রোভার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় কোর্সের সকল স্টাফ ও অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোর্সে রোভার দের শিডিউল অনুযায়ী প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্স স্টাফ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সহযোগিতার জন্য ১০ জন সেচ্ছাসেবক দিন রাত পরিশ্রম করে। স্কাউটস ওন, হাইকিং ও শতবর্ষ উদযাপন, মহাতাঁবু জলসা ছিলো ক্যাম্পের উল্লেখযোগ্য অংশ। ১৪ অক্টোবর রাত ৮ টায় অনুষ্ঠিত হয় কোর্সের মহাতাঁবু জলসা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মৌলভীবাজার জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতি জনাব তোফায়েল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মোঃ ফজলুল আলী, কমিশনার, মৌলভীবাজার জেলা রোভার, অধ্যক্ষ মুসফিকুর রহমান, সহ সভাপতি মৌলভীবাজার জেলা রোভার, অশোক কুমার দেব সহকারী অধ্যাপক, মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ, জেলা রোভার স্কাউট লিডার প্রতিনিধি জনাব বদরুল হোসাইন। অংশগ্রহনকারী রোভারদের ৫টি উপদলের পারফর্মেন্স ছিলো দেশীয় সংস্কৃতির ছোয়া। শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান কেক কেটে পালন করা হয়।

■ খবর প্রেরক: আরিফুল ইসলাম

জবি রোভারের বার্ষিক তাঁবুবাস

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক তাঁবুবাস, দীক্ষা ক্যাম্প ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

রোভারিং এর শতবর্ষে ১৭ অক্টোবর আঞ্চলিক রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুরে একশ জন সহচরকে তিন দিনব্যাপি ক্যাম্প শেষে দীক্ষা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হাসান কাওছারের সঞ্চালনায় জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খন্দকার এই দীক্ষা প্রদান করেন।

১৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ক্যাম্পের মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খন্দকারের সভাপতিত্বে ও জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মো. সাঈদ মাহাদী সেকেন্দারের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার মো. মোফাজ্জেল হোসেন। এসময় শ্রেষ্ঠ সিনিয়র রোভার মেট, শ্রেষ্ঠ সহচর ও জিনিয়াস সহচরকে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। এতে জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সদস্যরা ঐতিহ্যবাহী জঙ্গলি নৃত্য, অগ্নি প্রজ্বলন, নাচ, গান ও নাটক পরিবেশন করেন।

১৫ অক্টোবর ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হাসান কাওছারের সঞ্চালনায় জবি রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সম্পাদক অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকার এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জবি ট্রেজারার অধ্যাপক সেলিম ভূঁইয়া ও প্রধান স্কাউট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন। অনুষ্ঠানে জবি রোভার-ইন-কাউন্সিলের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য দেন শেখ সাদ আল জাবের শুভ।

এসময় রোভারিং এর সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ও একাডেমিক ফলাফলে স্ব স্ব বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ৬জন রোভারকে মেধাবী ও কৃতী রোভার স্কাউট সম্মাননা প্রদান করা হয়।

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

মুমিনুল আমিন
৪০তম উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ

মোঃ সাইফ ইসলাম
৪০তম উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কাউট গ্রুপ

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 62, Issue 11, November 2018

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578